ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 November 2021 ■ আগরতলা ২৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটের উৎসব

আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের তুলসীবতি স্কুলে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ছবি নিজস্ব।

আশঙ্কা কাটিয়ে আগরতলা পুর ভোট নির্বিঘ্নে, ভবিষ্যৎ রসায়ন নিয়ে কৌতুহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ফলে, বিজেপি সেখানে বাড়তি সুবিধা নিতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। বিক্ষুব্ধরা তলে তলে তৃণমূলকে মদত দিয়েছে। নির্বাচনের আগের দিন বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিধায়ক আশীষ সাহা প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি দল ও রাজ্য সরকারকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তৃণমূল প্রার্থীদের অধিকাংশই বিক্ষব্ধদের ছায়ায় লালিত একথাই রাজনৈতিক মহলে প্রচারিত। সিপিএম কার্য্যত সেইরকম ভাবে জনতার কাছে যেতে পারছে না। তাদের দীর্ঘ শাসনে মানুষ সিপিএম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী ফলাফল কোন দিকে যেতে পারে। রসায়ণ কি হবে তা নিয়ে জনমনে এবং রাজনৈতিক মহলে কৌতুহল দেখা দিয়েছে।

বিরোধীদের ভোট ভাগাভাগির কারণে বিজেপির জয়ের পথ মসৃণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু, এখানে দেখার বিষয় বিরোধীরা এই ভোটে কতটা শক্তি দেখাতে সমর্থ হয়েছে। আগারতলায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও বিরোধীরা হামলা, হুজ্জতির অভিযোগ এনে মিছিল ইত্যাদি করেছে।

এদিকে, এদিন আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডের জন্য ভোট গ্রহণ যথাসময়ে শুরু হয়েছিল। ভোটকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু অভিযোগ পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে। ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনকে প্রহসন পরিণত হয়েছে। এই অভিযোগ এনে সিপিএম পশ্চিম আগরতলা থানা ঘেরাও করেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস পূর্ব আগরতলা থানার বাইরে ধর্ণা দিয়েছে। তাঁদের সাফ কথা, প্রার্থীরা ভোট দিতে পারছেন না। ভোট কেন্দ্রে এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি, পুলিশের সামনেই ওই সমস্ত অরাজকতা চললেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে, কোন প্রার্থী এখনো আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন প্রমাণ মিলেনি। তাঁর দাবি, নির্বাচনে নিরাপত্তা রক্ষায় পর্যাপ্ত সুরক্ষা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে

সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদব বলেন, দুয়েকটি মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তাতে, আহতও হয়েছেন। নির্বাচনকে ঘিরে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। অধিকাংশই বেআইনিভাবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে ভিড় জড়ো হওয়ার অভিযোগ ছিল। সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, গতকাল রাত থেকেই নিরাপত্তার প্রশ্নে অতিরিক্ত বাহিনী টহল দেওয়া শুরু করেছে। যে সমস্ত প্রার্থী নিরাপত্তা চেয়েছিলেন তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ইতিমধ্যে ২ কোম্পানি বিএসএফ নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন হয়ে গেছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, একজন প্রার্থীও আক্রান্ত হয়েছেন এমন কোন অভিযোগ নেই। তবুও, আইন-শৃঙ্খলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট সহ বিরোধী দলের প্রার্থীদের মারধরের অভিযোগ

ছয় ওয়ার্ডে পুনরায় ভোট চাইল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। পুর ও নগর সংস্থায় ভোটে ব্যাপক হারে বুথ দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধী দলগুলি। সেই সাথে হামলা, বুথ জ্যাম, প্রার্থীদের মারধর, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বেশীরভাগ ঘটনাই ঘটেছে আগরতলা পুর নিগম এলাকায়। সিপিএম এবং তৃণমূল এই সমস্ত অভিযোগ এনে আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সিপিএমের তরফ থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় ধরণা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে পূর্ব আগরতলা থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে।

আগরতলা পুরো নিগাম নির্বাচনকে পরিকল্পিতভাবে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিভিন্ন স্থানে তৃণমূলের ভোট প্রার্থী নেতা কর্মী-সমর্থকদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হয় এবং শাসক দলের দুর্বৃত্তরা বুথ দখল করে তাণ্ডব চালিয়েছে বলে অভিযোগ। পুরো ভোটকে প্রহসনে পরিণত করেছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। আগরতলা পুর নিগমের সহ বিভিন্ন এলাকায় দলীয় প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, কর্মী সমর্থকদের মারধর, বুথ দখল সহ নানা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা। পুলিশ প্রিসাইডিং অফিসার এবং অবজারভার রা সবকিছু দেখেশুনেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যে স্বৈরাচারী রাজত্ব চলেছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজ্যকে সেই প্রশ্ন তুলেছেন সুবল বাবু। তিনি বলেন সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে। রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

আগরতলা পুর পরিষদের ৫১-নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী তপন বিশ্বাসকে বিজেপির দুষ্কৃতীরা নৃশংস ভাবে মারধর করেছে। ভোট দিতে যাওয়ার সময় তাকে আক্রমণ করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সেখান থেকে দলীয় প্রার্থীকে উদ্ধার করে তিনি নিজে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনীর এ ধরনের কাজকর্মের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, 'গতকাল রাত থেকে বিজেপি প্রচন্ড তান্ডব শুরু করেছে। ভোটের দিন বৃহস্পতিবার সকাল থেকে যেখানেই তৃণমূলের কর্মী দেখছে সেখানেই তাদের আক্রমণ করছে। পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশন কেউ কোনো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। পুর নির্বাচনকে ঘিরে সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী আজ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করেছেন। তাই আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রদেশ কমিটি ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। সাথে সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট প্রহসনের একই অভিযোগ আনার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছে শাসক দল। দলের মুখপাত্র নবেন্দুর কটাক্ষ, শক্তিহীন সিপিএমের বিষ দাতের প্রয়োজন ছিল। তাই, তৃণমূলের সাথে ছায়াজোট করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ভোট বানচালের চেষ্টা করেছিল। কিন্ত তাতে সফল হতে পারেনি। ফলাফলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

এদিন নবেন্দু বলেন, গত কয়েকমাস ধরে ত্রিপুরায় অস্থির বাতাবরণ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র চলছিল। আজ ভোটাররা সিপিএম, তৃণমূলের সহযোগীর সম্মিলিত বাহিনীর ষড়যন্ত্রকে সামনে থেকে মোকাবিলা করে ভোটদানে এগিয়ে গেছেন। তাঁর দাবি, ষড়যন্ত্রকারীরা সারাদিন ক্ষান্ত থাকেননি। অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তবে, প্রতিরোধ হয়েছে সমানে। তিনি বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে সিপিএম ও তৃণমূলের অভিযোগ জানানো ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। নবেন্দুর দাবি, বিরোধীরা পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি। ফর্ম সংগ্রহের হিসেব থেকে তার প্রমাণ মিলেছে। তাঁর সাফ কথা, শাসক দল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধীরা ভুয়ো অভিযোগ করছেন।

তিনি বলেন, পাঁচটি আসনে অভিযোগ ছিল। এক্ষেত্রে বাকি ২১৭টি আসনে ভোট অবাধ ও শান্তিপুর্ন হয়েছে, এমনটাই প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, বিরোধীরা আজ সম্মানজনক পশ্চাদপসরনের রাস্তা বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই প্রথম পুর সংস্থা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনে নজরদারি রেখেছে। তাঁর কথায়, বিরোধীদের আনা সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করুক পুলিশ।

কারণ, আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির জন্য বিরোধীরাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ভোটাররা সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তাঁর দাবি, পুর নির্বাচনে আজ ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপুর্ন ছিল। তবে, বড় ধরনের ঘটনার চেষ্টা হয়েছিল, তাতে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হননি। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় তৃণমূল ভোটে লড়তে আসেনি। সিপিএমের জন্য এসেছে। মানুষ তা বুঝে গেছেন।

বিলোনীয়ায় ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার স্কুলছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ নভেম্বর।। ভালবাসা কেড়ে নিল এক তরতাজা যুবকের প্রাণ। ঘটনা বিলোনিয়া থানা দিন স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের জগতপুর এলাকার বাসিন্দা চন্দনা ত্রিপুরার পুত্র রাকেশ ত্রিপুরা বিলোনিয়ার বিকে আই স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। সে বিলোনিয়ার স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতো।

কিন্তু গতকাল থেকেই হঠাৎ করে পরিবারের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। বাড়ি থেকে বার বার ফোন করেও রাকেশকে ফোনে পাওয়া যায়নি। এরপর ছেলের সাথে কথা বলার জন্য আজ সকালে জগতপুর থেকে মা চন্দনা ত্রিপুরা ছুটে আসে ছেলের ভাড়াবাড়িতে এবং ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়ে চোখ দিতেই দেখতে পায় ছেলের নিথর দেহ ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করে মা চন্দনা ত্রিপুরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ছেলের বিষয়ে জানালেন সেই দীর্ঘদিন ধরে একটি মেয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল হঠাৎ করে ওই মেয়ে অন্য একটি ছেলের সাথে পালিয়ে যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর নির্বাচনে আবারও রেকর্ড, ভোট পড়ল ৮১.৫৪ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আবারও ত্রিপুরা রেকর্ড সংখ্যক ভোটগ্রহণের নজির স্থাপন করতে চলেছে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে ৮১.৫৪ শতাংশ ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত জায়গা থেকে সম্পূর্ণ হিসাব এই খবর লেখা পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এসে পৌঁছয়নি। তাই, ধারণা করা হচ্ছে ভোটের হার আরও বাড়বে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪ লক্ষ ২ হাজার ৪৬ জন ভোটার ভোট গ্রহণের হিসেব মিলেছে। তাঁদের মধ্যে, পুরুষ ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৯২ জন, মহিলা ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৪৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৫ জন ভোটার রয়েছেন।

আজ ১৪টি পুর নগর সংস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মনগর পুর পরিষদে ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৪টিতে, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে ১৩টি ওয়ার্ডে, কৈলাসহর পুর পরিষদে ১৭টি ওয়ার্ডে, কুমারঘাট পুর পরিষদে ১৫টি ওয়ার্ডে, আমবাসা পুর পরিষদে ১৫টি ওয়ার্ডে, খোয়াই পুর পরিষদে ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮-টিতে, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে ১৫টি ওয়ার্ডে, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতে ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১-টিতে, আগরতলা পুর নিগমে ৫১টি ওয়ার্ডে, মেলাঘর পুর পরিষদে ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১টিতে, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে ১৩টি ওয়ার্ডে, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে ১৩টি ওয়ার্ডে, বিলোনিয়া পুর পরিষদে ১৭টি ওয়ার্ডে এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতে ৯-টি ওয়ার্ডে আজ ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

উৎসবের মেজাজেই আজ ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচন শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইনে ভোটারদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। পুর ভোটকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটার এবং ভোটকর্মী ব্যতীত অন্য কাউকেই পুলিশ ভোট কেন্দ্রের ২০০ মিটারের ভেতরে থাকতে দেয়নি। সকালে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রের বাইরে কয়েকজন উৎসাহী বাইক আরোহী দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করে তাড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ নভেম্বর ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে। নির্বাচনের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত সুরক্ষাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। মোট ৬৪৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এতে ৭৮৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য আজ ভোটের বাক্সে বন্দি হয়েছে। এদিকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোভিড বিধি কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে। সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর নির্বাচনেও বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিতেই সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। চড়িলাম / মেলাঘর / সোনামুড়া/ বিলোনীয়া/ খোয়াই/ কৈলাসহর/ তেলিয়ামুড়া/ ধর্মনগর, ২৫ নভেম্বর।। কয়েকটি ছোটখাটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে রাজ্যের চৌদ্দটি পুর ও নগর সংস্থায়। যদিও এর আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি ছয়টি নগর ও পুর সংস্থায় জয়ী হয়ে গিয়েছে।

ভোট গ্রহণ সম্পন্ন	
আগরতলা পুর নিগম	তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ
ধর্মনগর পুর পরিষদ	জিরানীয়া নগর পঞ্চয়েত
পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত	মেলাঘর পুর পরিষদ
কৈলাসহর পুর পরিষদ	সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত
কুমারঘাট পুর পরিষদ	অমরপুর নগর পঞ্চায়েত
আমবাসা পুর পরিষদ	সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত
খোয়াই পুর পরিষদ	বিলোনীয়া পুর পরিষদ

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী	
কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	বিজেপি
রানীরবাজার পুর পরিষদ	বিজেপি
মোহনপুর পুর পরিষদ	বিজেপি
বিশালগড় পুর পরিষদ	বিজেপি
উদয়পুর পুর পরিষদ	বিজেপি
শান্তিরবাজার পুর পরিষদ	বিজেপি

সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং মেলাঘর পুর পরিষদের ভোট গ্রহণ পর্ব। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এর ১৩ টি আসনে এবং মেলাঘর পুর পরিষদের ১১ টি আসনে সকাল সাতটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। মেলাঘর পুর পরিষদ এর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সকাল দশটায় ঝামেলা বাধেঁ। এই ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ এবং নির্বাচনে যুক্ত আধিকারিকরা ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ৬ নম্বর আসনের ভোট হয় মেলাঘর পাবলিক লাইব্রেরীতে। এই আসেন মোট ভোটার ১০৩৬ জন। দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ৪৬০ জন ভোটার ভোট দেন। বিজেপি প্রার্থী লিপিকা সাহা জানান সকাল থেকে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য লাইনে দাঁড়ান। বিরোধী প্রার্থীদেরও কোন অভিযোগ নেই। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১৩ টি আসনেই শাসক এবং বিরোধীদের এজেন্ট ছিল। ৬ নং আসনে দুপুর একটায় ৪৯২ টি ভোট পড়ে। ৯ নং আসনে বেরিপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে দেখা গিয়েছে সম্প্রতির ছবি। বিজেপি কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এই চার প্রার্থী এবং কর্মী সমর্থকেরা মিলে মিশে একাকার। কারোরই কোন অভিযোগ নেই। রিটার্নিং অফিসার রতন ভৌমিক বেলা একটায় সাংবাদিকদের জানান এ পর্যন্ত সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে ভোট পড়েছে ৭১ শতাংশ।

মেলাঘর পুর পরিষদে ভোট পড়েছে ৬০ শতাংশ। সোনামুড়ার পাঁচ নং আসনের ভোট হয় কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ে। ৫৭৬ এর মধ্যে ৪৬০ টি ভোট কাস্টিং হওয়ার পর সেখানে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মহকুমা শাসক। রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক জানান বিকাল পর্যন্ত রক্তপাতহীন ভোট গ্রহণ চলেছে। ছোট খাটো অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মেলাঘর পুর পরিষদের ৪ নং আসনে নির্ধারিত সময়ের পরেও ভোটারের দীর্ঘ লাইন ছিল। সকলের ভোট গ্রহণ করেন প্রিসাইডিং অফিসার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৫০ ◻ ২৬ নভেম্বর ২০২১ ইং ◻৯ অগ্রহায়ণ ◻ শুক্রবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

ফের বাড়িল রান্নার গ্যাসের দাম। চিন্তায় মধ্যবিত্ত'। এর কারণ দুটি। প্রথমত, গ্যাসে রান্না করত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। গ্যাসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের পকেটেই টান পড়িত। এই ঘটনা ধনীকে অতটা প্রভাবিত করিত না। তবে, গ্যাসের দাম তখন বাড়িত অনেকদিন পর পর। মোদি জমানায় ভারতের আর্থিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি এক অদ্ভুত মোড় নিয়াছে। নোটবন্দি থেকে যাহার সূচনা। সেই দুর্ভাগ্যের দোসর হইয়াছে চলতি দেড় বছরের করোনা মহামারী পরিস্থিতি। অর্থনীতির পণ্ডিতদের একাংশের মতে, মোদি জমানার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় অবদান হইল আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তির প্রহর গুনিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা দরিদ্রের সংজ্ঞাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর একটি দিক হইল, গত এক থেকে দেড় দশকে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) কানেকশন নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিতেও বেশি করিয়া দেওয়ার নীতি নিয়াছে সরকার। এলপিজি সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মোদি সরকারের প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনারও আংশিক কৃতিত্ব প্রাপ্য। তাই এলপিজি-র দামবৃদ্ধি এখন আর আলাদাভাবে মধ্যবিত্তকে বিচলিত করে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ প্রায় সকলেই।

এই জমানার প্রথম দিকে ভর্তুকির পরিমাণটা অবশ্য ভদ্রস্থই ছিল। সেটা কমাইতে কমাঈতে, কোনও রাখঢাক নয়, এখন প্রায় শূন্যে নামাইয়া আনা হইয়াছে। একটু পিছনে ফিরিয়া দেখীলে দেখা যাইবে২০০৪ সালের জানুয়ারিতে সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাসের দাম ধার্য ছিল ২৪১ টাকা ৬০ পয়সা। পাঁচবছর পর, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ২৭৯ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ ৩৮ টাকা ১০ পয়সা বাড়াইতে প্রথম ইউপিএ সরকার সময় নিয়াছিল পুরো পাঁচবছর। সাতবছরে রান্নার গ্যাসের দাম হইয়াছে দ্বিগুণ! ২০১৪ সালের ১ মার্চ গ্যাসের দাম ছিল ৪১০ টাকা ৫০ পয়সা, সেটা ৯ মার্চ, ২০২১ তারিখে দাঁড়ায় ৮১৯ টাকা।

, নির্মলা সীতারামনের বেহাল রাজকোষের লক্ষ্য এখন একটাইপেট্রপণ্য। আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনার ব্যর্থতা ঢাকিতে মোদি সরকার মধ্যবিত্ত ও গরিবকেই টার্গেট করিয়াছেন। ডিজেল, পেট্রলের অস্বাভাবিক দাম বাড়াইয়া সব জিনিসকে অগ্নিমূল্য করিয়া দিয়াছে।পাশাপাশি গ্যাসের দাম বাড়াইয়া এমন করেছে যে খাদ্যদ্রব্য রান্না করাটাই আজ বিরাট চ্যালেঞ্জ হইয়া উঠিয়াছে! মোদ্দা ব্যাপার এটাই বাড়াইতেছে যে, কানেকশন নিয়াও বহু গরিব পরিবার গ্যাসে রান্নার স্বপ্ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। তাহারা ফিরিয়া যাইবে শুকনো কাঠ-লতাপাতার যুগে। সেই ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হেঁশেল। চোখ জ্বলিতে থাকিবে গৃহিণীদের। তাহারা ফুসফুস, চোখ, ত্বকের অসুখে ভুগিবেন। অকাল মৃত্যুর শিকার হইবেন হাজারে হাজারে মা-বোন। সাধারণের জীবন নিয়া মোদির তুঘলকিপনার শেষ কোথায়সেটাই আজকের বড় প্রশ্ন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জনগণকে আচ্ছা দিনের যে সং দেখাইয়াছিল সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শিলান্যাস মোদী বললেন যোগাযোগের দুর্দান্ত মডেল

নয়ডা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেওয়ারে তৈরি হচ্ছে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বহু প্রতীক্ষিত নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দুপুরের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনাদের সকলকে, দেশের প্রতিটি মানুষকে, উত্তর প্রদেশের ভাই ও বোনকে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য অনেক অনেক অভিন্দন। এই বিমানবন্দরের সুফল পাবেন দিল্লি-এনসিআর ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কোটি কোটি মানুষ।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যোগাযোগের দিক থেকে দুর্দান্ত মডেল হবে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এখানে আসা-যাওয়ার জন্য ট্যাক্সির পাশাপাশি মেট্রো ও রেল সমস্ত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে বলেছেন, দেশে এভিয়েশন সেক্টর যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে, যে গতিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলি শত শত নতুন বিমান কিনছে, তাঁদের জন্য নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। এখন তো দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েও তৈরি হতে চলেছে। এর ফলে অনেক শহরে পৌঁছানো সহজ হবে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগও থাকবে।' প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, এখানে আলিগড়, মথুরা, মেরঠ, আগ্রা, বিজনৌর, মোরাদাবাদ, বরেলির মতো অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা রয়েছে। এখানে সার্ভিস সেক্টরের বৃহৎ ইকো-সিস্টেমও রয়েছে এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষি ক্ষেত্রেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। এখন এসব এলাকার সামর্থও অনেক বেড়ে যাবে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও জানিয়েছেন, 'পশ্চিম উত্তর প্রদেশেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার প্রকল্প চলছে। দ্রুত রেল করিডোর হোক, অথবা এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো যোগাযোগ হোক অথবা ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোর, উত্তর প্রদেশকে পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করবে। এগুলি হয়ে উঠছে আধুনিক উত্তর প্রদেশের নতুন পরিচয়।'

কঙ্গনা রানাওয়াতকে দিল্লি বিধানসভার তলব

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : তিন কৃষি আইন বিরোধী কৃষক আন্দোলনকে খালিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। এর জেরে এবার দিল্লি বিধানসভার শান্তি ও সৌহার্দ্য সংক্রান্ত কমিটি তাঁকে তলব করা হয়েছে। আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডার নেতৃত্বে এই কমিটির সামনে আগামী ৬ ডিসেম্বর কঙ্গনা রানাওয়াত হাজিরা দিতে হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, কমিটির বক্তব্য শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবমাননার বলে কমিটির অভিমত। তারা কঙ্গনাকে পাঠানো নোটিশে বলেছে কমিটির কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। গত ২০ নভেম্বর সরকারি ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট-এ অবমাননাকর ও অপমানজনক পোস্ট করেছেন বলে তারা অভিযোগ করেছেন। সরাসরি শিখদের খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদি তকমা দেওয়ার ফলে গোটা শিখ সম্প্রদায়ের মনে আঘাত ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে বলে কমিটি মনে করছে। এমনকি কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ী স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করেছে। অভিযোগ, কঙ্গনা উদ্দেশ্যপূর্বক কৃষকদের বর্ষব্যাপী আন্দোলনকে খালিস্তান আন্দোলন তকমা দিয়ে অপমান করেছেন।

প্রয়াত আরএসপি নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ অবনী রায়

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা গেলেন আরএসপির বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ অবনী রায়। গত প্রায় ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে অসুস্থ ছিলেন অবনীবাবু। ২০১৬ সালের জুন মাসে তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। সেদিন দলের সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রণের বাড়িতে ছিলেন তিনি।দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বেশ কিছুদিন ভেন্টিলেটরে রাখতে হয়েছিল অবনীবাবুকে। সেই থেকেই অবনীবাবু ভুগছেন। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রাজ্যসভায় তিনটি মেয়াদের সাংসদ ছিলেন অবনী রায়।

শতবর্ষে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীর মজুমদার

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, ভারত ভাগ পেরিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কয়েক দশক জুড়ে বাংলার নাটক ও চলচ্চিত্রে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল, চলচ্চিত্রে উজবল নক্ষত্রের মতো রত হয়েছিলেন। যাঁরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর" হয়ে আছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এক আশ্চর্য প্রতিভা।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এক বোহেমিয়ান নৌকার নাম। দেখতে দেখতে জন্ম শতবর্ষও চলে এল এই কিংবদন্তি অভিনেতার। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বললেই মনে আসে "কেদার রায়" নাটকের কার্ভালো, "বিসর্জন-এর জয়সিংহ, "আরোগ্য নিকেতন"-এর শশী, ক্ষুধার সদা কিংবা চলচ্চিত্রের গনশা "বরযাত্রী", কাশিম "লৌহকপাট" ত্ত প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস "পিরশপাথর", বিমল "আযান্তক", ওয়াংলু নীল ফণীভূষণ "তিনকন্যামণিহারা", বানোয়ারী, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা", বাদশা "বাদশার মতো আরও অনেক চরিত্রের কথা। এই সব চরিত্রের আড়ালে রয়ে গিয়েছেন সাম্যবাদী, দরদী, আত্মভোলা, চঞ্চলমতি মানুষ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে আজও তেমন করে চেনা হয়নি বাঙালির।

১৯২১ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার কালীঘাটে জন্মেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বিক্রমপুর। তাঁর বয়স যখন দশ, তাঁর বাবা লেক মার্কেট অঞ্চলে একটি বাড়ি করে থাকতে শুরু করেন। ঠাকুরদা পুলিশে চাকরি করতেন। বাবা মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী, রাশভারী রক্ষণশীল মানুষ। মা ভবানীদেবী। ছয় ভাই ও পাঁচ বোন নিয়ে বিরাট এক সংসারের দ্বিতীয় সন্তান কালী লন্ডন মিশনারিতে প্রাথমিক এবং সত্যভামা ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সালে রিপন (আজকের সুরেনরনাথ) কলেজে ভর্তি হন ও সংস্কৃত ভাষা শিখে গবেষণা করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে মায়ের সঙ্গে "দরজা-বন্ধ বাক্স ঘোড়ার গাড়িতে চেপে মামার বাড়ি বাগবাজারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কুমোরটুলিতে মাসির বাড়ি যাতায়াতের সূত্রেই বাগবাজার, কুমোরটুলি, শোভাবাজারের পুজোর সময় যাত্রা দেখা সম্ভব হয়েছিল তাঁর। লিখেছেন, সে এক আশ্চর্য জগৎ। রাজা-রাণী, তলোয়ার, যুদ্ধ, কনসার্ট সব মিলিয়ে মুগ্ধ করে দিত আমাকে। সমস্ত মন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে যেতাম। এই নিবিষ্টতা কিন্ত আমার মধ্যে এখনও আছে।

অনেক ভাইবোনের মধ্যে বড়দা নরেন বন্দ্যোপাধ্যার আর মেজদা রমেন বন্দ্যোপাধ্যার তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছেন। বড়দা ছিলেন চৌকস খেলোয়াড়। তিনি তাঁকে টেনেছিলেন খেলাধুলোর দিকে আর মেজদা দিয়েছিলেন রাজনৈতিক দীক্ষা।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনটাই ছিল বিচিত্র। কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলোতে বাড়ি পালিয়ে দেখেছেন সিনেমা "কপালকুণ্ডলা", কিন্তু মনে ধরেনি। শিশির ভাদুড়ীর "চাণকা" ছবির শুটিং দেখতে গিয়ে ভিড়ের দৃশ্যে ঢুকে পড়ে অভিনয় করে ফেলেছেন। স্কুলে থাকতেই নাটক করতে শুরু করেন। আবার হঠাৎই একদিন সেকালের দক্ষিণ কলকাতার শৌখিন অভিনেতা বিদ্যুৎ বসুর ঢোকে "কেদার রায়" নাটকে কার্ভালো-র চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম রজনীতেই পুরস্কার পেলেন। তার পরই বন্ধুদের মধ্যে তাঁর নাম হয়ে গেল, "কার্ভালো কালী"। কিন্তু তখনও অভিনয় করার কথা তিনি চিন্তা করেননি। কারণ, যে দিকেই মন টানছে তাই নিয়েই মেতে উঠছেন। নাটক, ক্রিকেট ফুটবলের সঙ্গে বক্সিং, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, জিমন্যাস্টিক শেখায় যেমন আছেন, তেমনই বাঘাযতীনের মরদেহ নিয়ে বিরাট মিছিলে হঁটতে-হাঁটতে বড় হয়ে স্বাধীনতার সৈনিক হওয়ার স্বপ্নও দেখছেন। ফুটবল খেলায় তিনি এতটাই ভাল ছিলেন যে, বিভিন্ন ক্লাব তাঁকে ভাড়া করে নিয়ে যেত খেলাতে। আর প্রায় সব তিনিই পেতেন। পুরস্কার বিতরণ করতে এসে একবার বিস্মিত গোষ্ঠ পাল জিজ্ঞেস করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আচ্ছা খোকা, বলো তো প্রকৃতই তুমি কোন ক্লাবের মেম্বার? আমার মনে হচ্ছে আজ নিয়ে এই বছরে অন্তত চারবার তোমাকে মেডেল দিলাম চারটে বিভিন ক্লাবের মেম্বার হিসেবে! তা ছাড়া উপরি বেস্ট প্রেয়ার মেডেল। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুরা তখন ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিনি বড় হয়ে ময়দানের কোনও বড় দলের হয়ে খেলবেন।

কিন্তু হঠাৎ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন গিয়ে পড়ল অভিনয়ে। প্রশংসা পেয়ে কৈশোরে নাটক করার ইচ্ছেটা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। পাড়ার মাঠে স্টেজ তৈরি করে বন্ধুদের সঙ্গে চলতে লাগল বিভিন্ন রকম নাটকের অভিনয়। যৌবনে পা দিয়ে লেখা হয়ে গেল কিছু কবিতা। ঝর্ণা নামে হাতে লেখা পত্রিকার জন্য কবিতা লিখলেন, আম পাকে জাম পাকে দাদা তুমি কেন পাকো না? সেই লাইন বন্ধুদের মুখে-মুখে (ফিরতে লাগল ব্যঙ্গোক্তি হয়ে।

১৯৪৬ সালে কলকাতা জুড়ে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা থামাতে অনেকের মতোই কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাস্তায় নেমেছিলেন সক্রিয় ভাবে। এই সময়ে তাঁর কাছে হিরন্ময় সেন-এর বার্মার পথে ছবিতে অভিনয় করার প্রস্তাব আসে। একটি ভিলেনের চরিত্র, নাম তুলসী। কিছু না ভেবে জেদের বশে অভিনয় করতে রাজি হয়ে কিন্তু তবু ভাল লাগছে না। বন্ধু অরুণের দেখা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখা হল না। শিশিরবাবুর ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ী তাঁকে প্রথমে থিয়েটারে না আসার পরামর্শ দিলেও তাঁর দিয়েছিলেন। এই মহলায় উপস্থিত থাকতে-থাকতেই একদিন সুযোগ এল তাইতো সাজাহান নাটকে অভিনয় করার। নিয়মিত নাটক করার একটা ব্যবস্থা হয়েছিল কিছু দিনের জন্য। কিন্তু তা বন্ধ হয়ে যায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যুতে।

যদিও থিয়েটার তখন বাসা বেঁধেছে তাঁর মাথায়। তাই নিজেরাই দল বানিয়ে নাটক করা শুরু করলেন। সেই সময় প্রচুর বাইরের বই পড়া আরম্ভ করেছেন। কিনেছেন ভয়েস ট্রেনিং করছেন তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হল "কেদার রায়" নাটক। যেখানে কার্ভালো চরিত্রে অভিনয় করলেন, যা তিনি আগেও করেছেন। সেই অভিনয়ের খ্যাতিই তাঁকে মহেন্দ্র গুপ্তর কাছাকাছি নিয়ে আসে। মহেন্দ্র গুপ্তর পরিচালনায় শতবর্ষ আগে এর পর "টিপু সুলতান" স্বর্গ হতে বড়" নাটকেও তিনি কাজ করেন। "টিপু সুলতান" নাটকের পঞ্চাশ রজনীতে পুরস্কার হিসেবে সকলের সঙ্গে পেলেন একটি হাতঘড়ি। কিন্তু তার পরই একদিন স্টারে অভিনয় করতে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় "রশিদ আলি দিবসএর মিটিং দেখে সব ভুলে নেমে পড়লেন বাস থেকে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'র আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার চলছে লালকেল্লায়। তার বিরুদ্ধে ই এই প্রতিবাদ সমাবেশ। মিশে গেলেন অগণিত জনতার মিছিলে। নাটক করতে আর যাওয়া হল না। এর খেসারত হিসেবে জুটল মহেন্দ্র গুপ্তর বকুনি। একশো রজনীতে পুরস্কৃতের তালিকা থেকে বাদ পড়ল তাঁর নাম। কারণ জানতে চেয়ে হাজির হলেন মহেন্দ্র গুপ্তর সামনে। তিনি জানালেন, সেই দিনের অনুপস্থিতির শাস্তি হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত। মেনে নিতে পারলেন না কালীবাবু। নাটক শুরুর আগেই মেকআপ তুলে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। মন খারাপ, ভাবছেন, যারা নাটকে দামি দামি কথা সাজায়, রশিদ আলির ঘটনার গুরুত্ব তাদের কাছে নেই কেন?

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নিজের অজান্তেই দিকে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেনত্ত ছবির সংগীত পরিচালক, সহকারী সলিল চৌধুরী আর সজল রায়চৌধুরী ছিলেন পরিচালকের সহকারী। এঁদের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই আই পি টি এতে যোগ দেন তিনি।

দিশাহীন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর নোঙর-ছেঁড়া জীবনকে যেন একটা তীরে পৌঁছে দিল। গণনাট্য সংঘই তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার অলিগলি থেকে জীবনের বিরাট এক রাজপথে এনে দাঁড় করাল। সেই রাজপথের জনতার মুখরিত সখ্য'র আস্বাদই ত্রমশ তাঁর অভিনয়ের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে অভিনেতা হিসেবে গড়ে তুলতে গ্যারি কুপার, গটা গাবো পল মুনি, রোনাল্ড কোলমান, লরেন্স অলিভিয়রের অভিনয় দেখছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন। দু'বছরের মধ্যে তিনি তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট করতে শুরু করেন। স্বয়ং জ্যোতি বসু তাঁর নাম প্রস্তাব করেন পার্টির কাছে।

আই পি টি এতে যোগ দিয়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পরিচালনায় সলিল চৌধুরীর লেখা "শান্তি চাই" পথনাটিকা করেন, এ ছাড়াও করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুক্তির উপায়। কিন্তু তিনি লিখছেন, সলিল চৌধুরীর লেখা 'লেখক' জেনান্তিকে) আই পি টি এতে আমার প্রথম নাটক। ক্রমশ তিনি নয়ানপুর "সংকেত" "ভাঙাবন্দর", "বিসর্জন" "দলিল" নাটকে অভিনয় করেছিলেন। আলাপ হয়েছিল প্রগতিশীল শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে। আই পি টি এর ব্যস্ততার মধ্যেই তাঁর পরিচয় হয় বামপন্থী নেতা অবনী লাহিড়ীর বোন শ্রীতির সঙ্গে। ১৯৫১ সালে দু'জনে বিয়ে করেন। কিন্তু একটা সময় গণনাট্যর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছিল। "ব্যক্তিগত ও. আন্দোলনের সংকট" জড়িয়ে যাচ্ছিল। ৫১ তে জীবনের জটিল জায়গায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। কারণ, আর্থিক অন্টনে যেমন নিজের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে উঠছিল, তেমনই আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতাও প্রশ্ন আনছিল। এই সময় বন্ধুঅভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এই ছবির জনপ্রিয়তাই কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাতারাতি তারকার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৫২ সালে তাঁর কন্যা তাপসীর জন্ম হয়। ৫২ সাল থেকেই তিনি সব দ্বিধা ঝোড়ে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতে শুরু করেন। ভাগ্যিস বেছে নিয়েছিলেন। না হলে বাংলা চলচ্চিত্র জগত কি এমন অভিনেতাকে পেত কখনও? পঞ্চাশের দশক। বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সময়টা গুরুতূর্ণ। বলা ভালো, স্বর্ণযুগের হাতছানি। আর তারই শরিক হয়ে উঠলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্র ধরেই আলাপ আরেক কিংবদন্তি অভিনেতা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কালীবাবুর আলাপ। কখনও রাসবিহারী মোড়ে, কখনও লেক মার্কেটে আড্ডা দিতেন দু'জনে। প্যারাডাইস

ক্যাফেতেও তখন এঁদের একটা আড্ডা ছিল। তারপর "বরযাত্রী" ছবিতে দু'জনে প্রথমবার অভিনয় করেন একসঙ্গে। নিউ আলিপুরে যখন থাকতেন কালী ব্যানার্জি, তখন প্রায় রোজই দেখাসাক্ষাৎ হত। এছাড়া ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের স্মরণে বিভূতি সংসদ" বলে একটি সংগঠন ছিল। তার সঙ্গে ভানুবাবু আর কালীবাবু দু'জনেই যুক্ত ছিলেন। 'জবানবন্দি' 'সিরাজদ্দৌলা' ইত্যাদি চারটে ছবি মুক্তি পায় এই বছরেই। সতোন বসুর ভোর হয়ে এল মুক্তি পায় ১১৫৩ সালে। আর পরের বছর তপন সিংহ তাঁকে নির্বাচন করেন তাঁর প্রথম ছবি "অঙ্কুশ"-এর জন্য। তার পর টনসিল"। এরই মধ্যে অবশ্য খাতক ঘটকের "নাগরিক" ছবির জন্য শুটিং করেছেন। বারীন সাহার "তেরো নদীর পারে" ছবিতে কাজ. করেছেন। অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় "রিক্সাওয়ালা" ছবির কাজ বি নান নি সঙ্গে। ছবির নায়কের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ চলাকালীন সলিল হঠাৎ বিক্রি করে কিছু দিনের মধ্যেই "দো বিঘা জমিন" নামে মুক্তি পেল "রিক্সাওয়ালা"। ওরা টিম নিয়ে গেল রাশিয়া, আর সেই অবস্থায় আমাদের ছবি বন্ধ হয়ে গেল। সত্যেন বসুর পরিচালনায় "রিক্সাওয়ালা" ছ্বিটি পরে শেষ করা সম্ভব হয়েছিল এবং মুক্তি পেয়েছিল ২১ জুন ১৯৫৫। ১৯৫৬ সাল থেকে সংকটকাল কাটিয়ে কালীবাবু স্থিতু হুম বাংলা নাটক ও সিনেমার নির্ভরযোগ্য চরিত্রাভিনেতা হিসেবে। একে-একে সত্যজিৎ, মৃণাল, খত্বিক, তপন সিংহর ছবিতে কাজ করতে শুরু করেন। "আযান্ত্রক", কত "ডাকহরকরা", "পরশপাথর" ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

অন্য দিকে পেশাদার মঞ্চ থেকেও এসেছিল ঢেক। "আরোগ্য নিকেতন" নাকে শশী কম্পাউন্ডার ও 'ক্ষুধা' নাটকে সদার চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজ মিথের আকার নিয়েছে। সমসাময়িক সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্তর মতে, গুণে স্টারের মর্যাদা পেয়েছিলেন। কলকাতার তেমনই একজন অভিনেতা স্টার কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তমকুমারকেও বলতে শোনা যায়, সৌমিত্র নয়, আমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় মুম্বই গিয়ে হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছেন সত্তরের দশকে। নবেন্দু ঘোষের "ডগদরবাবু" হাবীকেশ মুখ্যোপাধ্যায়ের "বাবর্টি, "সব সে বড়া সুখ"। কিন্তু সেখানে তাঁর মন টেকেনি। ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতি থেকে সরে এলেও তাঁর মানসিকতার বদল ঘটেনি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, কালী ব্যানার্জি বাংলা সিনেমার প্রথম ব্যতিক্রমী নায়ক। সত্যিকারের মানুষকে অভিনয়ের মধ্যে ব্যক্ত করার আগ্রহটা সব অভিনেতার থাকে না।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো ছবিতে কাজ করেছেন। নাটক করেছেন একত্রিশটি। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অভিনেতা, পরিচালকেরা অবাক হয়েছেন চরিত্রের জন্য তাঁর মনঃসংযোগ ও অভিনয় কুশলতা দেখে।

সময় বদলাচ্ছিল, বয়স বাড়ছিল। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশটা বদলে যাচ্ছিল। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর আশির দশক থেকে বাংলা ছবির মান ক্রমশ নিনগামী হয়ে যেতে থাকে। ভাল চরিত্রের অভাবের কথা বারে বারে প্রিয়জনদের বলতেন তিনি। তাঁর মনে হত, তখনও তাঁর অনেক কিছু দেওয়া বাকি। জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রে তখনও কাজ করা হয়নি। সারা জীবন জুড়ে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভিনয়শিক্ষের যে শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন, সেই শিখর ছোঁয়া চরিত্র তাঁকে দেওয়ার মতো তেমন কোনও পরিচালকও আর ছিলেন না তাঁর চারপাশে।

আর্থিক কারণে এমন সব চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে এই সময়, যা দেখে অনেকেরই দুঃখ হয়েছে। কিন্তু পেশাদার অভিনেতা হয়ে থেমে যেতে রাজি হননি জীবনের শেষ দিন অবধি। জীবনের শেষ ছবি তান্তক-এ অভিনয় করতে গিয়ে বৃষ্টিতে খুব ভিজতে হয়েছিল। তা থেকেই তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও ৫ জুলাই ১৯৯৩ তাঁর মৃত্যু হয়। অভিনয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আবার অভিনয় করতে করতেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে যাওয়া তাঁর। বাংলা সিনেমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিনি। আজ শতবর্ষ উদযাপনের মুহূর্তে সেই ভগতই কেমন যেন চুপচাপ। নিঃশব্দে সেই সারণিতে পা রাখলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অজয় নদ ছিল মেগাস্থিনিসের আমিস্থিয় নদী

আবু তাহের

'অজয় নদে ডেকেছে, ঘরবাড়ি সব তলিয়ে গেছে'—কবিগুরুর এই সহজ একটি লাইনের মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশের এক নদীর ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নদীর বুকে ডেকে ওঠা বানের জলের আওয়াজ গ্রাম বাংলার চাষিদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। কিন্তু সেই জলে থৈথৈ অজয় নদ যে কখন কালের নিয়মে শুকিয়ে গিয়েছে। অজয়ের বুকে যেমন একসময় জন্ম নিয়েছিলেন কত রত্নগর্ভা পুরুষ তারাও আজ কালের নিয়মে আমাদের কাছে বিস্মৃত প্রায় হতে চলেছেন। গত রা মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সাল অর্থাৎ রবীন্দ্র পরবর্তী বা সমসাময়িক একজন মনীষী। যিনি গর্ব করে বলতেন বাড়ি আমার ভাঙনধরা অজয় নদীর বুকে জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে থাকে। তিনি পল্লীকবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক। নূতনহাট বাজার থেকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে দিকে সামনের দিকে এঁকেবেঁকে। এই রাস্তাটা আপতভাবে নির্জন, এখানে এখনও শহুরে প্রকৃতির লোলুপ ছায়া পড়েনি। তাই পরিবেশ কিছুটা নিরিবিলি এবং শান্তসমাহিত। লোকজনের ভিড়ভাট্টা এবং চেঁচামেচি কম। কবি যেন এমন নির্ঝনতা পছন্দ করতেন। কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় গাছগাছালি ঘেরা ছায়ামাখা একটি নির্জন জায়গা। টিক যেন উপাসন গৃহের ভেতরের নৈঃশব্দের সঙ্গে তুলনা চলে। গির্জার ভেতর যেমন থাকে একটা শান্তসমাহিত পরিবেশ।কবি—লেখক—মনীষীদের জন্মভূমিকে তাই —ই মনে হয়। তারা আসেন যুগের আবহাওয়ায় চলা যুগোত্তীর্ণ মানুষ হিসেবে। সাধারণের মধ্যে থেকেও তাঁরা অসাধারণ। তাঁদের ধ্যান—জ্ঞান আর দৈব—চোখে যে জিনিস তাঁরা দেখে যান এবং ভাবীকালের সামনে দৃষ্টান্তরেখে যান তাতে তাদের জন্মস্থান কোনো মসজিদ—মন্দির—গির্জার থেকে কম পবিত্র কোনো জায়গা নয়। এই বাগান ঘেরা ছোট্ট নির্জন জায়গাটাতে কবির জন্ম হয় সালের রা মার্চ। বর্ধমানের কোগ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গম স্থলের ঘাট থেকে লক্ষীপতি,ধনপতি, শ্রীমন্ত এবং অনেক বণিকই তাদের বাড়িজ্যতরী ভাসাত। বৈষ্ণব কবি সাধক লোচন দাস এখানে দীর্ঘদিন সাধন ভজনে কাটিয়েছেন। তাঁর সমাধিও এখানেই। এই গ্রামের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া কবির অন্তরে একান্তবিশ্বাস ও ভক্তির উৎস হিসেবে রসদ জুগিয়েছে। কবির পিতা পূর্ণচন্দ্র ছিলেন তেজস্বী অথচ সরল প্রকৃতির মানুষ। দুর্বলতা পছন্দ করতেন না। মাতা সুরেশ কুমারী দেবীর প্রতি কবির অগাধ ভালোবাসাও অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল। কবির শিশুমন গড়ে উঠেছিল রামায়ন এবং মহাভারতের উপাখ্যানে, ভক্তিমালের গল্পে, যাত্রা—কথকতা, চণ্ডীর পালা আর রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে। মাতুলালয়ে দিদিমা এবং মাসিমাদের অপরিসীম স্নেহ, আদর আর ভালাবাসায় তিনি মানুষ হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কেজানা যায়—তিনি পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় চলে আসেন।

রিপন কলেজ থেকে এফএ এবং সিটি কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। পারিবারিক জীবনে কবি খুব সুখী ছিলেন। মোটা কাপড় পরেও তাঁর মুখের কোনোদিন বিকৃতি কিংবা মনের কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায় নি। সারস্বত সাধানায় ব্রত সমস্ত কবি সাহিত্যিক এবং লেখকরা ছিলেন তাঁর পরম স্নেহ, আদর আর ভালোবাশার পাত্র। এদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মুজমদার,করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মাথরুন স্কুলে তিনি শুধু প্রধান শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরম স্নেহশীল পিতৃতুল্য একজন অভিভাবকও। ছোটবেলায় শোনা অলৌকিক কাহিনী কুমুদ রঞ্জনের ঈশ্বর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল। তাই সারাজীবন তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কবির জীবনে উজানি আর মাথরুন নামের দুটি গ্রাম চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। কারণ চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি এই গ্রামেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে থাকলেও পৃথিবীর নানাপ্রান্তে খবর রাখতেন তিনি শহর জীবনকে তিনি বনবাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যোর কী পরিহাস! শেষ জীবনে তিনি তাঁর মধ্যপুত্র, ডাক্তার সরিত্নাথের বানিতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর কবিতায় সহজ সরল পল্লীরূপের বর্ণনা আপামর বাঙালি পাঠকদের হৃদয় খুব সহজেই জয় করে নেয় তিনি গ্রামবাংলার স্নিগ্ধতা, আন্তিরকতাকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। তাঁর লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে 'ছুটি' 'হয়তো', 'শেষদান', 'আমাদের সঙ্গী' বেশ নামকরা। এ ছাড়াও নূপুর, উজানী, বনতুলসির মতো কাব্যগ্রন্থও বাঙালিদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। 'দ্বারাবতী' নাটকও তার রচনা। তার কবিতাগুলো দিয়ে পরবর্তীকালে একটি কালজয়ী গানের অ্যালবামও বানানো হয় 'কুমুদ কাব্যগীতি' নাম। অনেক সম্মান ভূষিত করা হয় তাঁকে, তাঁর মধ্যে 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' এবং স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উল্লেখযোগ্য।

মুঙ্গেরের একটি ছোট পাহাড় থেকে জন্ম নিয়ে কবির বানির পাশে দিয়ে বয়ে গেছে অজয় নদ। যেন 'ছলৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল, বাড়ির কাথে গল্প বলে নদীর জল'। নদীর জল তখন অবশ্য গল্প বলত না। বিশেষ। তার রূপ ছিল বিধ্বংসী। তার জলের তোড় ছিল জীবন মরণের লড়াইয়ের চেয়েও কঠিন। তার বিভীষিকাময় রূপের সামনে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন মুগ্ধ—বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকতেন কবি তেমনি তার দুঃখের করুণ কাহিনীও বুলে যেতেন না। আজন্ম পরিচিত কবির কাছে এই নদী তাই অপরাজেয় , অজয়। তাই তো তার সঙ্গে কবির এত ভাব ভালোবাসা, নিভৃতচারণ। এই অজয় নদী বঙ্গে প্রবেশ করে চিত্তরঞ্জনের কাছে শিমজুরিতে ভবিষ্যতের এক দামাল ছেলেকে নিজ প্রবাহে এনে ফেলেছে। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামের সেই দামাল ছেলেটি যে সেই বিদ্যাপীঠে এসে পড়বে কে জানত যেখানে স্বয়ং কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান শিক্ষকের। কোলে পিঠে করে একপ্রকার মানুষ করেছেন তিনি সেই অবাধ্য একগুঁয়ে, একজেদি ছেলেটিকে। মাথরুন নবীনচন্দ্র বিদ্যাপীঠের এই গুণী প্রধান শিক্ষক ভাব---ভালোবাসা আর যত্ন সহকারে মানুষ হতে সাহায্য করেছিলেন সেই ভবিষ্যতের কবিকে। যার নাম বাংলা সাহিত্যে মর্যাদার সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ টাকুরের পর পরেই উচ্চারণ করা হয়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দিল্লিতে নির্মাণকাজে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে পুনরায় বৃদ্ধি বেড়েছে দূষণ। দূষণের পরিমাণ বাড়তেই দিল্লিতে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে নির্মাণকাজে। দিল্লির সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়বেন নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা। তাই আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

অদ্ভুত ধরনের ধোঁয়াশা কাটছেই না দিল্লির বাতাস থেকে। ধোঁয়াশার জন্য তলানিতে পৌঁছে যাচ্ছে দৃশ্যমানতা। স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শ্বাসকষ্ট তো রয়েছেই। বৃহস্পতিবার সকালে একেবারে ধোঁয়াশার চাদর ঢাকা ছিল দিল্লি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯০। বায়ুদূষণের মাত্রা কমছেই না দিল্লিতে, ফলে চিন্তায় পরিবেশবিদেরা। দিল্লির পাশাপাশি এদিন দূষণের কবলে ছিল রাজধানী সংলগ্ন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর। দিল্লিতে দূষণ বাড়তেই দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই এদিন জানিয়েছেন, 'বিগত ৩-৪ দিনের তুলনায় বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দূষণ বেড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর, নির্মাণকাজে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা যাতে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি না হন, তাই আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'বায়ুদূষণের জন্য নির্মাণকাজে নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি আমি। আমরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেব।'

খালেদা জিয়াকে সম্ভবত 'পোয়জনিং' করা হয়েছে : মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,২৫ নভেম্বর।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া রাজধানীর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকার সময় হয়ত ধীরগতির বিষক্রিয়ার (স্লো পয়জনিং) শিকার হতে পারেন। বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর) খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর দাবিতে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সেখানে দেওয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে না পাঠালে গণভবন ঘেরাও করে সরকার পতনের আন্দোলন করা হবে বলে সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন,১/১১ পালাবদলের সময় একটি চক্রান্তের অংশ হিসেবে, তাকে (খালেদা) মিথ্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে রাখা হয়েছিল। প্রায় দুই বছর তাকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের এমন পরিত্যক্ত স্যাঁতসেঁতে ভবনে রাখা হয়েছিল, যেখানে সারা ঘরে ইঁদুর ঘুরে বেড়াত। তিনি বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনকে পরে কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানে তাকে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কারাগারে খালেদা জিয়াকে বিষ দেওয়ায় সরকারের হাত থাকবে কীভাবে? আমরা পরিষ্কারভাবে বলছি, তাদের (সরকার) পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন,এই দেশটাকে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। গণতন্ত্রকে তারা পুরোপুরি নির্বাসনে পাঠিয়েছে। যারা মিথ্যা মামলা দিয়েছে, গণতন্ত্রকামী নেতাকর্মীদের গুলি করে হত্যা করেছে, তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। আমাদের ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলমসহ ৫০০ নেতাকর্মীকে গুম করেছে, তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ভোটের আগের রাতে 'ভোট ডাকাতি' করে ৩৫ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, গণতন্ত্রপন্থী নেতা-কর্মীদের গুলি করে হত্যা ও পঙ্গু করে, প্রায় ৫০০ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে গুম করে যে সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে, তাদের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব। খালেদা জিয়ার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, ডায়াবেটিস, ক্রিটিক্যাল কার্ডিয়াক, কিডনি, চোখ ও দাঁতের জটিলতায় ভুগছেন। তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রাও কমে গেছে। সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মির্জা ফখরুল বলেন,এক মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। অন্যথায় জনগণ আপনাদের বিচার করবে। জবাবদিহি করতে হবে, তখন আর কাউকে খুঁজে পাবেন না। পেছনের দরজাও খুঁজে পাবেন না। এর আগে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। তারা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এ দিন সকাল ১০টায় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন যুবদলের সভাপতি সাইফুল আলম নীরব। সঞ্চালনা করেন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দীন টুকু। এতে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদির ভূঁইয়া জুয়েল প্রমুখ।

নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত আইএনএস ভেলা করমবীর বললেন শক্তি বাড়ল ভারতের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): আরও শক্তিশালী হল ভারতীয় নৌবাহিনী। বৃহস্পতিবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল আইএনএস ভেলা। মুম্বইয়ে নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ডে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিংয়ের উপস্থিতিতে ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল চতুর্থ স্করপেন-শ্রেণির সাবমেরিন আইএনএস ভেলা। এদিন সকালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আইএনএস ভেলায় ওঠেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং। শত্রু জাহাজ আক্রমণ করার জন্য আইএনএস ভেলার ১৮টি টর্পেডো রয়েছে। এতে টর্পেডোর পরিবর্তে ৩০টি সামুদ্রিক টানেলও স্থাপন করা যেতে পারে, যাতে শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করা যায়। এই সাবমেরিনটি শত্রু জাহাজ ধ্বংস করার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েও সজ্জিত, যা চোখের পলকে শত্রুকে নির্মূল করতে পারে।

এদিন নৌ প্রধান বলেছেন, পি-৭৫ প্রোজেক্ট দুই দেশের (ভারত-ফ্রান্স) মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং আজকের এই কমিশনিং স্থায়ী অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেল। নৌ প্রধান আরও বলেছেন, আইএনএস ভেলার সাবমেরিন অপারেশনের সম্পূর্ণ স্পেকট্রাম করার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানের গতিশীল ও জটিল নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ভেলার ক্ষমতা এবং ফায়ারপাওয়ার ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তায় নৌবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আইএনএস ভেলা ৭৫ মিটার লম্বা এবং ওজন ১৬১৫ টন। সমুদ্রের নীচে ৩৭ কিলোমিটার (২০ নটিক্যাল মাইল) গতিতে চলতে পারে। ভেলা একবারে সমুদ্রের তলদেশে ১০২০ কিমি (৫৫০ নটিক্যাল মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং বেস ছেড়ে যাওয়ার পরে ৫০ দিন সমুদ্রে থাকতে পারে। চোখের পলকে আইএনএস ভেলা ধ্বংস করবে শত্রু জাহাজ!

দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে, দিল্লি ও এনসিআর-এর বাতাস এখনও দূষিত

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): অদ্ভুত ধরনের ধোঁয়াশা কাটছেই না দিল্লির বাতাস থেকে। ধোঁয়াশার জন্য তলানিতে পৌঁছে যাচ্ছে দৃশ্যমানতা। স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শ্বাসকষ্ট তো রয়েছেই। বৃহস্পতিবার সকালে একেবারে ধোঁয়াশার চাদর ঢাকা ছিল দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির। দূষণের কবলে ছিল দিল্লির সরাই কালে খান এলাকা। দৃশ্যমানতা কম থাকায় এদিন ভোরে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে যানবাহন। নানা ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না দিল্লি।

'সিস্টেম অব এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ' জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির বাতাসে দূষণ-সূচক ছিল ৩৩৯, যা খুবই খারাপ। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯০। বায়ুদূষণের মাত্রা কমছেই না দিল্লিতে, ফলে চিন্তায় পরিবেশবিদেরা। দিল্লির পাশাপাশি এদিন দূষণের কবলে ছিল রাজধানী সংলগ্ন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর। এদিন দূষণের কবলে ছিল ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদ, গুরুগ্রাম ও নয়ডা। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা ভাল। ৫১ থেকে ১০০ হলে, তা সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সহনীয়। ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ খুব খারাপ এবং ৪০১ থেকে ৫০০ হল গুরুতর।

দেশের প্রগতিতে অবদান রাখতে প্রস্তুত উত্তর-পূর্বাঞ্চল : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): দেশের প্রগতিতে অবদান রাখতে প্রস্তুত উত্তর-পূর্বাঞ্চল। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের সময় এসেছে, সেখানকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ও ওই অঞ্চলকে শক্তিশালী করার সময় এসেছে।' এদিন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশন এবং এজিএম-এ "৭৫-এ ভারত, উত্তর-পূর্ব

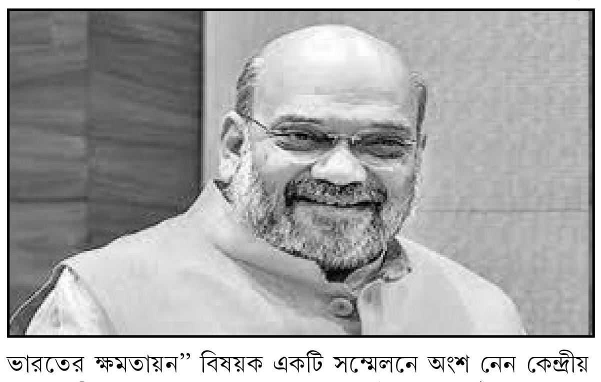

ভারতের ক্ষমতায়ন" বিষয়ক একটি সম্মেলনে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'উত্তর-পূর্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত রাজ্য তাঁদের নিজ নিজ ৫ বছরের মেয়াদ শেষ করেছে। এই অঞ্চলে নির্বাচনও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির রাজধানী শহরে বিমান যোগাযোগ রয়েছে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে মোদী সরকার। বর্তমানে এই অঞ্চল দেশের প্রগতিতে অবদান রাখতেও প্রস্তুত। আমরা এই অঞ্চলে তিনটি বিষয়, যথাক্রমে সহানুভূতি, ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।' উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের সময় এসেছে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহের কথায়, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের সময় এসেছে, সেখানকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ও ওই অঞ্চলকে শক্তিশালী করার সময় এসেছে।'

অবশেষে তদন্তে যোগদান, ক্রাইম ব্রাঞ্চের দফতরে হাজিরা পরমবীরের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): অবশেষে তদন্তে যোগদান করলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কান্দিভালিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ১১ নম্বর ইউনিটের দফতরের হাজিরা দেন পরমবীর সিং। সূত্রের খবর, গোরেগাঁও তোলাবাজি মামলায় তাঁকে জেরা করেছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তকারীরা। মুম্বইয়ের একটি আদালত পরমবীর সিংকে "পলাতক" আখ্যা দিয়েছিল।

দীর্ঘদিন "নিখোঁজ" থাকার পর বৃহস্পতিবারই মুম্বইয়ে আসেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। মুম্বইয়ে আসার পর কান্দিভালিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের ১১ নম্বর ইউনিটের দফতরের হাজিরা দেন পরমবীর সিং। এদিন পরমবীর সিং জানিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থার উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লির আর কে পুরমে গ্যাস লিকেজ, চোখে জ্বালা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৫

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির আর কে পুরমের একতা বিহার এলাকায় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ৫ জন। চোখে জ্বালা অনুভব করায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার রাতের ঘটনা। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে আর কে পুরমের একতা বিহার এলাকায় বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৫ জন। চোখে জ্বালা অনুভব করছিলেন তাঁরা। অ্যাম্বুলেন্সে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সকলেই বিপদমুক্ত এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগার কোনও ঘটনা ঘটেনি। একতা বিহার এলাকার কোথাও ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়নি। সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

বাংলাদেশে বাচ্চাদের বইয়ে প্ররোচনামূলক লেখা, টুইটে অভিযোগ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : "এক মুজাহিদ জেহাদের ময়দানে প্রথম দিন ২৪ জন, দ্বিতীয় দিন ১৮ জন এবং তৃতীয় দিন ১২ জন শত্রুকে মেরে ফেললেন। তিনি মোট কত জন শত্রুকে মেরে ফেললেন?"

গণিতের একটি বইয়ের একি পৃষ্ঠায় এধরণের কিছু মুদ্রণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশের বাচ্চাদের গণিত বই। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।" এই পোস্টের এক ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৩৯৮, ১২১ ও ১২৪।

প্রলয় পাল লিখেছেন, "আর হিন্দুদের বইগুলো লেখা ' মানবতা পরম ধর্ম' যা সনাতনীদের ধ্বংসের মুল কারণ।" দিলীপ রায় লিখেছেন, "এই সংস্কৃতিটাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য কিছু রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংক বানিয়ে এইসব স্কুলগুলিকে ঢালাও অনুদান দিচ্ছে সমগ্র ভারতজুড়ে।" অরুণ বড়ুয়া লিখেছেন, "দেশের শিক্ষাঙ্গনে শয়তানের বাসা বেঁধেছে এর ফলে দেশটাতে সব শয়তান তৈরি হবে ইসলামী দেশে ইসলামী শিক্ষা মারহাবা।" মিঠুন অধিকারী লিখেছেন, "খুদে জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে।" আজহারউদ্দীন মন্ডল লিখেছেন, "ছোটবেলা থেকে জিহাদী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তো তাদের থেকে আর কি আশা করা যায়।"

উত্তরাখণ্ডে ভোটের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বিজেপি, তৃণমূল স্তরে কাজ চলছে : প্রহ্লাদ জোশি

দেহরাদূন, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। জানিয়ে দিলেন উত্তরাখণ্ড নির্বাচনে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহ্লাদ জোশি। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে তৃণমূল স্তরে কাজ করছি আমরা সবাই। উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, বৃহস্পতিবার থেকে দেহরাদূনে দু"দিনের সম্মেলনের জন্য বিজেপি নেতৃত্ব বৈঠকে বসেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উত্তরাখণ্ড নির্বাচনে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহ্লাদ জোশি ছাড়াও এদিন বৈঠকে যোগ দিয়েছেন উত্তরাখণ্ড বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এই বৈঠকে মূলত নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হবে। এদিনে বৈঠকের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ জোশি বলেছেন, উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যে তৃণমূল স্তরে কাজ করছি আমরা সবাই। রাজ্যের মানুষ বিজেপিকেই সমর্থন করবে।

দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ, প্রয়াত বিহারের বিধায়ক মুসাফির পাসোয়ান

মুজফরপুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিহারের বিধায়ক মুসাফির পাসোয়ান। বিহারের মুজফরপুর জেলার বোচাহান বিধানসভা আসনের বিধায়ক ছিলেন মুসাফির পাসোয়ান। বুধবার রাতে দিল্লির স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বিকাশশীল ইনসান পার্টির জাতীয় সভাপতি মুকেশ সাহনি বিধায়কের মৃত্যুর দুঃসংবাদ জানিয়েছেন।

মুকেশ সাহনি ফেসবুকে পোস্ট করে জানিয়েছেন, 'বিকাশশীল ইনসান পার্টির বিধায়ক মুসাফির পাসোয়ান আমাদের মধ্যে আর নেই। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন মুসাফিরজি, দিল্লির হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। মুসাফিরজির মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর মৃত্যু বিহারের জন্যও বিরাট ক্ষতি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।'

সংক্রমণ ৯-হাজারের ঊর্ধ্বেই, ভারতে ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু ৩৯৬ জনের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ফের ৯-হাজারের ঊর্ধ্বেই, বিগত ২৪ ঘন্টায় বাড়ল মৃত্যুও। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১১৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৯৬ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১০,২৬৪ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৩৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,০৯, ৯৪০-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,৫৪১ জন (৫৯৩ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯,১১৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৩২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১৯,৩৮,৪৪,৭৪১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৯৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৬,৯৮০ জন (১.৩৫ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১০,২৬৪ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৯,৬৭,৯৬২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৩ শতাংশ।

রেকর্ড টিকাকরণ, ভারতে ভ্যাকসিন প্রাপকের সংখ্যা ১১৯.৩৮-কোটির

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড পরিমাণ টিকাকরণ হল ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯০ লক্ষ ২৭ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,১৯,৩৮,৪৪,৭৪১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৯০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৮ জনকে। ভারতে ৬৩.৫৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,৫০, ৫৩৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৩,৫৯,২৪, ৭৬৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৫০,৫৩৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ১১৯ জন।

মোদীর মুখই বাংলায় শিল্প আনবে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাজ্যের বার্ষিক শিল্প সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাই নিয়েই তৃণমূলকে খোঁচা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয়

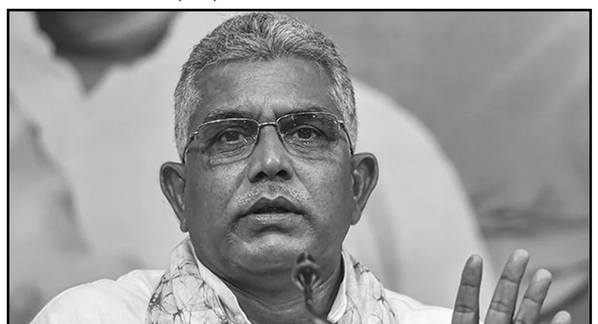

সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বললেন, """মোদীর মুখই বাংলায় শিল্প আনবে।""" আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ভোট। এরই মাঝে দিল্লি সফরে যাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। দিল্লি সফরে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বৃহস্পতিবার দিলীপ বলেন, """মোদীর মুখই বাংলায় শিল্প আনবে।"""

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, """বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আদৌ প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন কি-না! আসবেন বলেছেন কি-না তা প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য দিয়েছেন। ভিতরে কি কথা হয়েছে আমরা জানি না। উনি যা বলেন তা সত্যি বলেন কি-না সন্দেহ। প্রধানমন্ত্রী এখনও কিছু বলেননি। তাও বলব যদি উনি আসেন তাহলে রাজ্যের পক্ষে ভালো। মমতার এটাই ১০ বছর আগে করা উচিত ছিল। মোদীজির ইমেজে গুজরাত আজ কী হয়ে গিয়েছে। মোদী মানেই শিল্প আর উন্নয়ন। তাই মোদীকে আনতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন তৎপর হয়েছেন। যদি এটা হয়, তাহলে বাংলার ছেলেরা চাকরি পাবে। বাংলার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তবে আমি জানি না এটা কতটা ঠিক।'

১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ভোট, হাওড়ার দিন এখনও অজানা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): অবশেষে বেজে গেল কলকাতা পৌর নিগমের ভোটের দামামা। আগামী ১৯ ডিসেম্বর পৌর নিগমের ভোট হবে কলকাতায়। ২২ ডিসেম্বর হবে ভোটগণনা। তবে কলকাতার পুরভোট ১৯ ডিসেম্বর হলেও, হাওড়ার ভোটের ঘোষণা এখনও করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা পৌর নিগমের ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকেই ভোটের মনোনয়ন জমা করতে পারবেন প্রার্থীরা। কলকাতা পৌর নিগম ভোটে ১ ডিসেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ৪ ডিসেম্বর প্রার্থীপদ বাতিলের শেষ দিন। ১৯ তারিখ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত হবে ভোটগ্রহণ। ২২ ডিসেম্বর হবে এই ভোটের গণনা। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ায় ২৫ নভেম্বর থেকেই শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী আচরণবিধি। ফলপ্রকাশের দিন অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জারি থাকবে তা।

কলকাতার সঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল হাওড়া পুরনিগমের ভোট। কিন্তু হাওড়া পুরনিগমের বিন্যাসের পরিবর্তনের জন্য একটি বিল এনেছে রাজ্য সরকার। সেই বিলে এখনও সই করেননি রাজ্যপালর জগদীপ ধনখড়। যার জেরে হাওড়া পুরসভার বিন্যাস নিয়ে এখনও জটিলতা রয়েছে। সে জন্যই হাওড়ার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি কমিশন। ফলে হাওড়ার কবে হবে পুরভোট, তা এখনও জানা গেল না।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে খাদ্যাভ্যাসে পেটের মেদ বাড়ে না

খাবেন অথচ পেট বাড়বে না। স্বপ্নের মতো মনে হলেও সেটা সম্ভব।

সুস্থ জীবনযাত্রা মেনে চললে এবং নিয়মিত সঠিক যত্ন নিলে পেট সমতল রাখা যায়।

জল পানের পরিমাণ বাড়ানো

সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত জল পান করা জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, পেট সমতল রাখতে চাইলে পর্যাপ্ত জল পান আবশ্যক।

যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইফ টাইম লাইফ অ্যাথলেটিক'য়ের প্রশিক্ষক এবং নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ সামান্তা ম্যাককিনি বলেন, ''প্রতিদিন দেহের ওজনের অর্ধেক আউন্স পরিমাণ জল পান করা উচিত।''

ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই পুষ্টিবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও জানানো হয়, জল কেবল দেহকে আর্দ্র রাখে না পাশাপাশি বিষাক্ত উপাদান দূর করে ও শক্তি বাড়ায়।

এছাড়াও সোডা, মিষ্টি ও কফি ও কোমল পানীয় গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করে।

প্রোটিন ধরনের খাবার খাওয়া

প্রোটিন-জাতীয় খাবার হজম হতে বেশি সময় নেয়। ফলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। এতে করে বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবারের ঝোঁক হ্রাস পায় এবং পেটে বাড়তি মেদ জমার সম্ভাবনা কমে।

ম্যাককিনি বলেন, ''সারা বেলার সকল খাবার থেকে দেহের ওজনের প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা আদর্শ।''

পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ প্রাকৃতিকভাবেই রক্তের শর্করা ও ইন্সুলিন নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর প্রক্রিয়াজাত খাবারের আগ্রহ নষ্ট করে। প্রচুর সবজি খাওয়া

মনে হতেই পারে যে, আপনি পর্যাপ্ত সবজি খাচ্ছেন। তবে তা সবসময় ঠিক নয়।

ম্যাককিনির মতে, মেদহীন সমতল পেটের জন্য প্রচুর পরিমাণে সবজি খাওয়া জরুরি। তিনি দৈনিক পাঁচ থেকে সাত কাপ শ্বেতসার বিহীন সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন।

ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ''এতে করে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট পাওয়া যায়। যা ক্ষুধা নিবারণকারী আঁশের সংখ্যা বাড়ায়, হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে।''

ধীরে খাবার খাওয়া ব্যস্ততার চাপে অনেকেই তাড়াহুড়া করে খাবার খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যান। তবে মনে রাখা জরুরি, পেট সমতল রাখতে চাইলে খাবার খেতে হবে ধীর গতিতে। পেট গ্যাস ও ফোলাভাব সৃষ্টি হওয়ার দুইটি মূল কারণ রয়েছে- এক হচ্ছে খাওয়ার সময় বাতাস এবং কার্বোহাইড্রেইট গেলা।গু ব্যাখ্যা দিয়ে 'ব্যালেন্স ওয়ান সাপ্লিমেন্ট ডটকম'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট বলেন, ''দ্রুত খাবার খাওয়ার ফলে সাধারণ সময়ের চাইতে পেটে বেশি বাতাস ঢোকে। তাই ফোলাভাবের সৃষ্টি করে।''

হাঁটার সময় দ্বিগুণ ক্যালরি খরচ করার উপায়

অনেকেই হাঁটাচলাকে শরীরচর্চার অংশ বলে মনে করেন না। ক্যালরি কম খরচ হয় বলেই অনেকে এতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।

হার্ভার্ড হেল অনুযায়ী, ১৫৫ পাউন্ড বা ৭০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তি ঘণ্টায় চার মাইল বা ৬ কি.মি. গতিতে হাঁটলে ৩০ মিনিটে ১৭৪ ক্যালরি খরচ করতে সক্ষম।

শরীরচর্চা ছাড়াও ক্যলরি পোড়ানোর উপায় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, হাঁটার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্বিগুণ ক্যালরি খরচ করা সম্ভব।

''হাঁটার সময় বিরতি দেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রথম এক মিনিট সাধারণ গতিতে এবং পরবর্তী ৩০ সেকেন্ড দ্রুত গতিতে হাঁটুন। হাঁটার পুরো সময়টা এভাবে সম্পন্ন করুন।'' এমনটা পরামর্শ দেন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ স্পোর্টস মেডিসিন'য়ের সনদ স্বিকৃত প্রশিক্ষক ও পিএন১-প্রত্যয়িত পুষ্টিবিদ এবং 'ট্রেইন লাইক অ্যা জিমন্যাস্ট'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল গ্রে।

'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গ্রে ব্যাখ্যা করে বলেন, ''অন্তরকালীন প্রশিক্ষণ শরীরকে আরামদায়ক অবস্থার বাইরে নিয়ে আসে এবং ক্যালরি খরচের পরিমাণ বাড়ায়। শরীরচর্চার পরেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে যা 'পোস্ট এক্সেরসাইজ অক্সিজেন কম্পোজশন' নামে পরিচিত।''

গ্রে'র দাবিকে সমর্থন করে ২০১৩ সালে ফিজিওলজিক্যাল রিপোর্টে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয় 'হাই-ইন্টেন্সিটাই এক্সারসাইজ' করার মাধ্যমে ক্যালরি পোড়ানোর হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো যায়।

অ্যামেরিকান ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির গবেষকরা দেখেছেন যে, শরীরচর্চাকারীরা 'হাই-ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ' করার সময় আড়াই মিনিটে ২০০ ক্যালরি খরচ হয়। তবে এর শর্ত হল দীর্ঘ সময় ধীর গতিতে শরীরচর্চা করতে হবে।

''হাঁটার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন ধরে রেখে প্রতি ধাপে হাত দোলানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্যালরি খরচ করা সম্ভব। পাশাপাশি ওজন নিয়ে হাঁটার সময় হাত মাথার ওপর তোলা ও ডাম্বেল ব্যবহারের মতো কনুই ভাঁজ করা আরও বেশি শক্তি বাড়াতে এবং দেহের মধ্যভাগ সমান রাখতে সহায়তা করে,'' বলেন গ্রে।

ওজন নিয়ে হাঁটা বাড়তি ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। কারণ এর জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি ক্যালরি।

আত্ম-পরিচর্যার যেসব অভ্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

নিজের যত্ন নেওয়া আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত

স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো শরীরকে যেমন ভালো রাখে, তেমনি নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু উৎসাহী তার ওপর নির্ভর করে ওই অভ্যাসগুলো মানসিক অবস্থাও ভালো রাখে।

আর বর্তমান করোনাভাইরাসের সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়েই সবাই সতর্ক, আর সেটাই হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা মনিকা'তে অবস্থিত 'প্যাসিফিক নিউরোসাইন্স ইন্সটিটিউট অ্যাট প্রভিডেন্স সেইন্ট জন'স হেল সেন্টার'য়ের 'জেরিয়াট্রিক কগনিটিভ হেল' বিভাগের পরিচালক ডা. স্কট কায়সার বলেন, ''বাজারে এমন অসংখ্য পণ্য মেলে যেগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করার দাবি করে। তবে সেগুলোর কার্যকারিতার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি শক্ত নয়।''

'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, ''সাধারণ সর্দিজ্বর থেকে দূরারোগ্য ব্যধি পর্যন্ত সকল রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকার সবচাইতে কার্যকর উপায় হল স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখা।''

নিয়মিত শরীরচর্চা

প্রতিদিন নুন্যতম ব্যায়ামের অভ্যাস শরীরের জন্য সব দিক দিয়ে উপকারী।

ডা. কায়সার বলেন, ''ব্যায়াম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে, বাড়ায় রক্ত সঞ্চালন। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও সক্রিয় হয়।''

'প্রভিডেন্স সেইন্ট জন'স চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন সান্তা মনিকা'র 'ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিজাবিলিটিজ অ্যান্ড মেন্টাল হেল সার্ভিসেস'য়ের 'প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং মনবিজ্ঞানী ড় মায়রা মেনডেজ বলেন, ''ব্যায়ামের সরঞ্জাম বা ব্যায়ামাগারের মাসিক খরচ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ ঘরে বসে কোনো রকম সরঞ্জাম ছাড়াই অসংখ্য ব্যায়াম করা সম্ভব। শুধু সিঁড়িতে ওঠানামা করে কিংবা ঘরে বাইরে হাঁটাহাঁটি করাই প্রাত্যহিক ব্যায়াম হিসেবে যথেষ্ট।''

বাইরে যান

মাত্র কদিন আগেই 'লকডাউন'য়ের কারণে বিশ্বের অসংখ্য মানুষ ছিলেন গৃহবন্দি। দিনের কিছুটা সময় ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসা মানসিক অবস্থার জন্য কতটা উপকারী তা ঘরে বসে থেকে সবাই টের পেয়েছেন।

ডা. কায়সার বলেন, ''স্বাস্থ্যবান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বাইরে বেড়িয়ে আসার কারণে পাওয়া অনেকগুলো উপাদান। যেমন বাইরের রোদ থেকে পাওয়া ভিটামিন ডি'য়ের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সরাসরি সম্পর্ক প্রমাণীত হয়েছে গবেষণায়।''

ডা. মেনডেজ বলেন, ''যে কাজগুলো আপনাকে আনন্দ দেয় সেই কাজগুলোবে হেলাফেলা করা উচিত নয়। যেমন- গান শোনা, মিষ্টি রোদে প্রাণ ভরে শ্বাস নেওয়া- এই ছোট বিষয়গুলোও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অংশ।''

আড্ডা

পরিবার, বন্ধুমহলের সঙ্গে আড্ডা, সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশ নেওয়া নিছক বিনোদন নয়, শরীর ও মনের ওপর এদের জোরালো উপকারী ভূমিকা থাকে।

ডা. কায়সার বলেন, ''সামাজিক একাকিত্ব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। নিজেকে একা অনুভব করা ঠিক ততটাই ক্ষতিকর, যতটা ধূমপান ক্ষতি করে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানো মাধ্যমে যে আনন্দ পাবেন তা আপনার মস্তিষ্ককে ভালো রাখবে, মেজাজও থাকবে শান্ত।'' ডা. মেনডেজ যোগ করেন, ''বিশ্বস্ত মানুষগুলো সঙ্গে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়ার মাধ্যমে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারবেন। নিজের যত্ন নেওয়ার সহজ উপায় এটি যাতে এক পয়সাও খরচ নেই।''

পর্যাপ্ত ঘুম

ঘুম যে অত্যন্ত জরুরি সেকথা কারও অজানা নয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের ঘুমের চাহিদা ভিন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য সারারাতের একটানা সাত থেকে নয় ঘণ্টার ঘুমকে পর্যাপ্ত বলা যায়। শুধু ঘণ্টার সংখ্যা নয়, ঘুমের মানও গুরুত্বপূর্ণ। রাতের ঘুমটা হতে হবে একটানা গভীর ঘুম। আর দুদিন ভালো ঘুমালেন তো একদিন এলোমেলো হয়ে গেল, এমনটা চলবে না। ঘুমের নিয়মটা হতে হবে প্রতিদিন একই রকম।

ডা. কায়সার জানান, ''ঘুমের ঘাটতি পূরণ না হলে বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। এদের মধ্যে 'ডিমেনসিয়া' ও অন্যান্য জ্ঞানীয় সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার পর্যাপ্ত না ঘুমালে শরীর নিজেকে মেরামত করার পর্যাপ্ত সময় পায়না, ফলে একদিনের ক্লান্তি পরেরদিনও ছাপ রেখে যায়।''

ধ্যান

ডা. কায়সার বলছেন, ''ধ্যানের অভ্যাস মানসিক স্থিতিশীলতা আনে। বিশেষ করে এর মাধ্যমের প্রতিদিনের মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এই মানসিক চাপ ডেকে আনে প্রদাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে, ফলে সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। দিন শেষে এক মানসিক চাপ আপনার শারীরিক ও মানসিক দুই দিকে থেকেই দুর্বল করে তোলে।''

ডা. মেনডেজ বলেন, ''সারাদিনে মাত্র কয়েক মিনিটের ধ্যান বা 'মেডিটেইশন' আপনার মনকে শান্ত করবে, মানসিক চাপগুলো কমাবে। 'ব্রিদিং এক্সারসাইজ' মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেয়, আর শরীর ও মনকে শান্ত করতে সেটুকুই যথেষ্ট।'' নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলায় যদি আগ্রহ না জাগে তবে নিজে রান্না শিখতে পারেন। নিজের রান্না করা খাবার খাওয়ার সময় পুরস্কৃত হওয়ার অনুভূতি কাজ করে। তবে রান্না করতে হবে স্বাস্থ্যকর খাবার।

যদি রান্না করতে ভালো না লাগে কিংবা সময় না মেলে তবে এমন খাবারের দোকান খুঁজে নিন যা স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করে।

ডা. কায়সার বলেন, ''রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যখন খাবার খাচ্ছেন তখন নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- দস্তা ও ভিটামিন সি।''

রূপচর্চায় যেসব প্রাকৃতিক উপাদান ক্ষতিকর

মধু বা লেবুর রস রূপচর্চায় বহুল ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান হলেও সব ক্ষেত্রে এসব ব্যবহার ঠিক না।

ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা নিবাসি ভারতীয় বংশদ্ভূত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মুনিব শাহ প্রচলিত কিছু সৌন্দর্য চর্চার উপকরণ সম্পর্কে জানান যা ত্বকের জন্য কার্যকর নয়।

বাদ দিতে হবে- ব্রণের ওপর মধু ব্যবহার

করণীয়- বেঞ্জয়েল পারক্সাইড ব্যবহার

ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপাদান থাকলেও মধুর কার্যক্ষমতা ব্রণের ক্ষেত্রে সীমিত। অতিরিক্ত ব্যবহারে এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

তাই ব্রণ নিরাময়ে বিশেষজ্ঞরা বেঞ্জয়েল পারঅক্সাইড ব্যবহারের পরামর্শ দেন। মধু ত্বকের ক্ষত নিরাময় করে এবং বেঞ্জয়েল পারক্সাইড ত্বরকের ব্রণ সারাতে ক্লিনিক্যালি প্রথম সারিতে অবস্থান করে।

তাই মধুর বদলে বেঞ্জয়েল পারক্সাইড ব্যবহার করাই কার্যকর।

বাদ দিতে হবে- দাগ কমাতে লেবুর রস ব্যবহার করবেন না

করণীয়- ট্রিটিনয়েন, হাইড্রোকুইনন এবং অ্যাজেল্যাইক অ্যাসিড ব্যবহার দাগ কমাতে ভিটামিন সি কার্যকর বলে অনেকেই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু ব্যবহার করেন।

তবে ডা. শাহ দাগের সমস্যা সমাধানে সিট্রাস ব্যবহার না করে ট্রিটিনয়েন, হাইড্রোকুইনন ও আজেল্যাইক অ্যাসিড ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ট্রিটিনয়েন শক্তিশালী রেটিনয়েড যা কোষের পূর্ণবিন্যাস বাড়ায়। ফলে মেলানিনের উৎপাদন বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হয়। হাইড্রোকুইনন আরেকটি উপাদান যা ত্বকে ব্লিচের কাজ করে। অ্যাজেল্যাইক অ্যাসিড ব্রণের কারণে হওয়া ত্বকের দাগছোপ কমাতে সহায়তা করে।

বাদ দিবে হবে- বলিরেখার জন্য পট্টি ব্যবহার করণীয়- ট্রিটিনয়েন এবং এসপিএফ ব্যবহার বলিরেখার ক্ষেত্রে 'কার্যকর' ফলাফল পেতে ট্রিটিনয়েন এবং এর কার্যকারিতা বাড়াতে সানস্ক্রিন ব্যবহার বড় সমাধান বলে জানান ডা. শাহ। গবেষোণায় দেখা গেছে, নিয়মিত এসপিএফ ব্যবহার বলিরেখা ও বয়সের ছাপ কমায়। প্রতিদিন ব্যবহারে বয়সের ছাপ অনেকটাই হালকা হয়ে আসে।

উপোসের সঙ্গে দিনে চারবার প্রোটিন গ্রহণ পেটের মেদ দ্রুত কমাতে পারে

আর এমটাই দাবি করছে একটি গবেষণার ফলাফল। ওবেসিট ডটঅর্গ আয়োজিত 'ওবেসিটি উইক ২০২১' সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণায় এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

গবেষক এবং চিকিৎকদের জন্য এই স্থূলতা সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুসারে, একটি 'প্রোটিন-পেইসিং ডায়েট' এবং নিরবিচ্ছিন্ন উপবাস এক সঙ্গে মেনে চলা 'স্ট্যান্ডার্ড হার্ট-হেলদি ডায়েট'য়ের তুলনায় বেশি চর্বি হ্রাস করে বলে জানা গেছে। নিউ ইয়র্কের 'স্কিডমোর কলেজ'য়ের গবেষকরা স্থূলকায় ৪০ জন প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর আট সপ্তাহব্যাপী ওজন কমানোর পদ্ধতি অনুসরণ করানো হয়।

অর্ধেক অংশগ্রহণকারী উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার (কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩৫ গ্রাম) দিনে চারবার গ্রহণ করেন।খাবারে গবেষকরা 'প্রোটিনের সাপ্লিমেন্ট' যুক্ত করেছিল। যেমন- বার ও শেইক। অংশগ্রহণকারীরা গবেষকদের দেওয়া রেসিপি অনুযায়ী নিজেরাই খাবার তৈরি করতেন এর মধ্যে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে ছিল মুরগি, মাছ, ডিম, গ্রিক ইয়োগার্ট, মটর ও টফু। তারা গবেষণা চলার প্রথম চার সপ্তাহে দুএক দিন উপোস থেকে কেবল উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করেন। আর পরের সপ্তাহগুলোতে একবার করে তা অনুসরণ করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা 'ক্যালরি কাটিং হার্ট-হেলদি ডায়েট' অনুসরণ করে দিনে গড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি, ২০ থেকে ৩০ গ্রাম আঁশ ও সীমিত বা ৩৫ শতাংশের কম চর্বি গ্রহণ করেন। তাদেরকে কোনো রকম স্ফিমেন্ট দেওয়া হয়নি। তবে খাওয়ার জন্য ভিন্ন রেসিপি ও খাবার দেওয়া হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, দুই দলের ওজন হ্রাস পেলেও যারা প্রোটিন গ্রহণ করেছিল তাদের ওজন উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তাদের চর্বি কমার পরিমাণও ছিল বেশি। যা কম ক্যালরি গ্রহণকারীদের তুলনায় দেহের মোট ভরের প্রায় ছয় শতাংশ। গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, উপোস করার পাশাপাশি প্রোটিন গ্রহণ ওজন কমাতে সহায়তা করে।

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ইনসাইডার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ''বেশি সময় উপোস থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। 'প্রোটিন-পেইসিং গ্রুপ' যারা প্রথম চার সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে দুদিন উপবাস করেছিল, গবেষণার শেষে তাদের পেটের চর্বি ২৭ শতাংশ হ্রাস পায়। যা 'হার্ট-হেলদি ডায়েট গ্রুপে'র তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং একদিন উপবাস করা দলের তুলনায় ছয় শতাংশ বেশি।''

গবেষণার প্রধান গবেষক এবং স্কিডমোর কলেজের স্বাস্থ্যের অধ্যাপক পল আর্কিরো ইনসাইডার ডটকম'কে বলেন, ''প্রোটিন পেইসিং'য়ে সঙ্গে উপোস করা বিপাকের উন্নতি ঘটায়।'' তিনি আরও বলেন, 'উপোস চলাকালীন কী খাচ্ছেন সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বরং ক্যালরির গুণগত মানের দিকে মনোযোগ দিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।'' আগের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত উপোস রাখা ক্যালরির ঘাটতি ঘটিয়ে ওজন কমায়। অন্য গবেষণা অনুযায়ী এটা গড়ে সীমিত ক্যালরি গ্রহণের তুলনায় বেশি ওজন কমায়। প্রমাণ রয়েছে যে, উচ্চ-প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। কারণ প্রোটিন অন্যান্য ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেমন- কার্বোহাইড্রেইট এবং ফ্যাটের তুলনায় হজম হতে বেশি শক্তি ব্যয় করে।

ঐক্যের ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

মনির হোসেন,ঢাকা,২৫ নভেম্বর।।বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং সাম্প্রদায়িকতা, অগণতান্ত্রিকতা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

রাষ্টপতি হামিদ বুধবার একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে একথা বলেন। রাষ্ট্র প্রধান দল-মতের পার্থক্য ভুলে, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে জাতির গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মধ্য দিয়ে লাখো শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করার ও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঐক্য।

আবদুল হামিদ বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দল-মত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং অংশীজনদের সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলোকে পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আবদুল হামিদ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রসঙ্গে বলেন, 'উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রয়োজন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা।' একইসঙ্গে তিনি জানান, নিশ্চিত করতে হবে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, ব্যাপক শিল্পায়ন, অর্থনীতি সুসংহতকরণ, সুষ্ঠু অবকাঠামো এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলাসহ মেধাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ।

এ লক্ষ্যে সবাইকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশনে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন 'উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সংসদকে জানান, সরকার 'রূপকল্প ২০২১' এর সার্থক বাস্তবায়ন শেষে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন করছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল সমাপ্তিতে গৃহীত হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫। আবদুল হামিদ বলেন, দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিবর্তনাধীন বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২০২১। এর প্রেক্ষাপটে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবসানসহ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

সংসদে তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতি হিসেবে আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করছি। রাষ্ট্রপতি বলেন, সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণ এখন সমাপ্তির পথে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেলের দ্বিতীয় টানেলের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সমগ্র দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০২২ সালে বিজয় দিবসের উপহার হিসেবে দেশের জনগণ প্রথম মেট্রো রেলে চলাচল করতে পারবে। বাংলাদেশেরপ্র প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এমডিজির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এসডিজির বিভিন্ন সূচকে অনন্য অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাদেশ 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়। তিনি বলেন,এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল অর্জন। এ সম্মান বাংলাদেশের, এ সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতির। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত করলেও থেমে থাকেনি আমাদের অর্থনীতির চাকা। রাষ্ট্রপতি সরকারের সময়োচিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, জীবন-জীবিকার অসাধারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে করোনা সংকট মোকাবিলায় অনন্য সাধারণ ভূমিকার কারণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে।

আবদুল হামিদ জানান, ইতোমধ্যে ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৯১ হাজার ৫৭৮ জনকে টিকার আওতায় আনা হয়েছে। করোনার সংকট মোকাবিলায় অর্থনীতিকে দ্রুত পুনর্গঠন এবং এর গতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ২৮টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধকল্পে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই কারণে দেশে স্বস্তি বিরাজ করছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের বলিষ্ঠ ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গণেও আজ স্বীকৃত বলে তিনি সংসদকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে 'জলবায়ু দুর্বলতাগুলোকে' 'জলবায়ু সমৃদ্ধিতে' রূপান্তর করতে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বলে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি হামিদ বলেন, এই স্বীকৃতি বিশ্ব দরবারে আমাদের সম্মান আরো বৃদ্ধি করেছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, জাতির পিতার সোনার বাংলার আধুনিক রূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন শুধু দেশে নয়, বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অমর শহিদকে, যাদের অনন্যসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি এই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরকে হত্যা করার দুটি হুমকি মেইল এসেছে পাকিস্তান থেকে, পুলিশ সূত্র

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সাংসদ গৌতম গম্ভীর হত্যা করার যে দুটি হুমকি মেইল পাঠানো হয়েছিল, তা পাকিস্তান থেকে এসেছিল বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অ্যাকাউন্টটি শাহিদ হামিদ নামে এক ব্যক্তির। বিজেপি সাংসদ জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘন্টায় আইএস কাশ্মীর থেকে তিনি দুটি মৃত্যু হুমকি মেইল মারফত পাঠানো হয়েছে। সেখানে প্রথম মেইলে লেখা হয়েছে, আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে হত্যা করব। এর পরবর্তী দ্বিতীয় মেইলে হুমকি দিয়ে লেখা হয়, আমরা তোমাকে হত্যা করব। তবে নিজের জীবনকে এবং পরিবারকে যদি ভালোবাসো, তাহলে রাজনীতি এবং কাশ্মীর সমস্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

এদিন দিল্লি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, গৌতম গম্ভীর-র থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর গোটা বিষয়টি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সাইবার দফতরে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করার হচ্ছে।

বিশিষ্ট কবি সনন্ত তাঁতির প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : বিশিষ্ট কবি সনন্ত তাঁতির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এক শোকবার্তায় প্রয়ত সনন্ত তাঁতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, "কাইলৈর দিনটো আমার হ"ব" (বাংলায় আগামীকালের দিন আমাদের হবে) শীর্ষক কবিতার স্রষ্টা, জীবনমুখী অনন্য কাব্যশৈলীতে ভরপুর বিশিষ্ট কবি সনন্ত তাঁতি অসমিয়া সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী স্বনামধন্য এই কবির দেহাবসানের খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে জীবনের বাস্তব এবং মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবি। কবিতার অতুলনীয় প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তিনি সমাজের একজন সচেতকের ভূমিকাও পালন করে গেছেন। সনন্ত তাঁতির প্রয়াণে অসমিয়া সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়েছে।' সনন্ত তাঁতির বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রয়াতের শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং গুণমুগ্ধদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মেঘ বাড়াল তাপমাত্রা, শ্রীনগর সহ কাশ্মীরের সর্বত্র চড়ল পারদ

শ্রীনগর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): মেঘাছন্ন আকাশ তাপমাত্রা বাড়াল কাশ্মীরে। শ্রীনগর থেকে পহেলগাম-কাশ্মীরের সর্বত্রই খানিকটা বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার রাতে কার্গিলের দ্রাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই রাতেই লাদাখের লেহতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বেড়ে ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। কনকনে ঠান্ডা থাকলেও তাপমাত্রা বেড়েছে কার্গিলেও, সেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর কাশ্মীরের হিল রিসর্ট গুলমার্গে তাপমাত্রা বেড়ে মাইনাস ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। বুধবার রাতে শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের উপরে, ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস মাইনাস ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বেড়েছে জম্মুতেও। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ক্রমেই মারণ হচ্ছে করোনা, ১,২৩৮ বেড়ে রাশিয়ায় মৃত্যু ২.৬৯-লক্ষাধিক

মস্কো, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ কমছেই না, আরও মারণ রূপ নিয়েছে মারাত্মক এই ভাইরাস। প্রতিদিনই রাশিয়ায় মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৩৮ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৩৮ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৯,০৫৭ জনের। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩,৭৯৬ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৪৬৮,১৮৯ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,১৬৪,৮২৬ জন।

এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম বিমানবন্দর উত্তর প্রদেশে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী : সিন্ধিয়া

নয়ডা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে এশিয়ার বৃহত্তম বিমানবন্দর তৈরি করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদী। বৃহস্পতিবার নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সিন্ধিয়া বলেছেন, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেওয়ারে অবস্থিত বিমানবন্দরটি ৩৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আনবে এবং গ্রীনফিল্ড প্রকল্পের প্রথম ধাপটি বার্ষিক ১.২ কোটি যাত্রীর ক্ষমতা-সহ ২০২৪ সালে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, 'উন্নয়নের অন্তিম পর্যায়ে, দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও ছাপিয়ে যাবে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিমানবন্দর হয়ে উঠবে।' তিনি জানান, উত্তর প্রদেশে মাত্র চারটি বিমানবন্দর ছিল, কিন্তু এখন ন'টি বিমানবন্দর রয়েছে। এই বিমানবন্দর হবে রাজ্যের দশম বিমানবন্দর। সিন্ধিয়ার সংযোজন, 'যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায় আছে... এটা প্রধানমন্ত্রীর একটি উচ্চাভিলাষী অগ্রাধিকার ছিল, যা আজ সত্যি হয়েছে।'

সমাজের প্রান্তিক মানুষকেও শক্তিশালী করার কাজ হয়েছে দেশ ও গোয়ায় : নাড্ডা

পানাজি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াসের মন্ত্র চরিতার্থ করার সংস্কৃতি হল গোয়ার। ভারতীয় জনতা পার্টি সে দিকেই প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। গোয়ায় বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি সরকারকে একযোগে সমালোচনা করে জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'মানব পাচার, মহিলাদের প্রতি অপরাধ এবং অপরাধের হারে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে। দিল্লি সরকার কিছুই করেনি, শুধুমাত্র নিজেদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করেছে।' বৃহস্পতিবার সকালে গোয়ার পানাজিতে মহালক্ষ্মী মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন নাড্ডা। পরে সেখান থেকে তিনি যান গোয়ার ভালপোতে। সেখানে বিজেপি কর্মীদের সম্মেলনে অংশ নেন তিনি।

নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াসের মন্ত্র চরিতার্থ করার সংস্কৃতি হল গোয়ার। ভারতীয় জনতা পার্টি সে এদিকেই প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। গোয়া দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে প্রায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ হয়েছে। ইতিমধ্যেই টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন ১২ লক্ষ মানুষ, দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ১০ লক্ষ প্রাপক। বাকিদের শীঘ্রই টিকা দেওয়া নিশ্চিত করবেন আমাদের কার্যকর্তারা।' নাড্ডা এদিন আরও বলেছেন, '৭০ বছর ধরে কংগ্রেস যে সরকার চালিয়েছিল, তাতে মানুষকে তাঁদের নিজেদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা মানুষকেও শক্তিশালী করার কাজ দেশে ও গোয়ায় হয়েছে।...কোভিডের সময় সমগ্র দেশে সরাসরি ২০ কোটি মহিলাদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় ১০০ বছর আগে সর্বশেষ মহামারীতে, রোগের কারণে কম মানুষ মারা গিয়েছিলেন, বেশি মৃত্যু হয়েছিল ক্ষুধার কারণে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা এবার ২০২২ সালের মার্চ অবধি বাড়ানো হয়েছে, যাতে দেশের কেউ অভুক্ত না থাকে।'

এদিন গোয়ায় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি সরকারকে একযোগে সমালোচনা করে জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'মানব পাচার, মহিলাদের প্রতি অপরাধ এবং অপরাধের হারে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে। দিল্লি সরকার কিছুই করেনি, শুধুমাত্র নিজেদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করেছে। গোয়ার জনগণের নিশ্চিত থাকা উচিত, বিজেপিই রাজ্যে ভাল কাজ চালিয়ে যেতে পারে।'

তৃণমূলে ১২ বিধায়ক, বিপর্যয় পর্যালোচনায় শিলং আসছেন মেঘালয় কংগ্রেসের ইনচার্জ মণীশ সতরথ

শিলং, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা সহ রাজ্যের ১২ জন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পর সংকটে পড়েছে সোনিয়ার দল। তাই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়ে সংকট মোচনে আজকালের মধ্যে শিলং আসছেন মেঘালয় কংগ্রেসের ইনচার্জ কেন্দ্রীয় নেতা মণীশ সতরথ। এখানে এসে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ পালা সহ দলের অন্য নেতৃবর্গের সঙ্গে বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবেন, জানা গেছে দলীয় সূ্ত্রে।

গতকাল বেলা একটা নাগাদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা সহ আরও কয়েকজন বিধায়ককে পাশে বসিয়ে দলীয় (কংগ্রেস) বিধায়ক জেনিথ সাংমা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন, বুধবার রাতে কংগ্রেসের ১২ জন বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। মেঘালয় বিধানসভায় ১৭ জন কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ১২ জন দল ছাড়ায় এবার বিধানসভায় পাঁচ বিধায়ক অবশিষ্ট রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আরও কয়েকজন শীঘ্রই তৃণমূলে যোগ দেবেন বলে দাবি করেছেন জেনিথ সাংমা। রাজ্য বিধনসভায় এত বড় সংখ্যায় দলত্যাগ করায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। ফলে এবার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূলই স্বীকৃতি পেতে পারে বলে ধারণা করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলনেতা ছিলেন কংগ্রেস নেতা মুকুল সাংমা। এছাড়া ২০০৩ থেকে দুবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং দুবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-জোটশরিক কনরাড কে সাংমার এনপিপি দলের কাছে পরাস্ত হয়ে বিরোধী আসনে বসতে হয়েছিল মুকুলকে।

মূলত শিলঙের সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ পালাকে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করার পর থেকে সাংমা দলত্যাগ করতে পারেন বলে সম্ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, এ নিয়ে বিস্তর জল্পনাও চলছিল রাজ্যে। গত কয়েকদিন ধরে একটি খবর চাউর হয়েছিল, মুকুল সাংমা শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দেবেন। কিন্তু সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর তৃণমূলে যোগদানের ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নয়া মোড় নিয়েছে।

আগরতলায় পুর নিগম নির্বাচনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ঘুরে দেখেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি ঃ নিজস্ব

উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করলো বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,২৫ নভেম্বর।। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পদার্পণ করলো বাংলাদেশ। বুধবার রাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এর মধ্য দিয়ে উন্নয়নের নতুন অভিযাত্রা শুরু হলো।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই ঐতিহাসিক অর্জনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার এক মহান মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশ জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বদরবারে এ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং আরো অধিকতর উন্নয়নের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে।

এদিকে, জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল ও লাওসের ক্ষেত্রেও একই সুপারিশ করা হয়েছে। এই তিন দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর প্রস্তুতির সময় পাবে। সাধারণত প্রস্তুতির জন্য তিন বছর সময় দেওয়া হয়। করোনার কারণে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই বাড়তি সময় দেওয়া হলো। এ অর্জনকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত উল্লেখ করে এক টুইট বার্তায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সময় এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমাদের কী হতে পারে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে থাকা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে সব শর্ত পূরণ করেছে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘের নিয়মানুযায়ী, কোনো দেশ পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় উত্তরণের মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ পায়। তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ শর্ত পূরণ করে অনেক এগিয়ে যায়।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় দ্বিতীয়বারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের মানদণ্ড পূরণের সুপারিশ লাভ করে বাংলাদেশ। সিডিপি একই সঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরব্যাপী প্রস্তুতিকালীন সময় দেওয়ার সুপারিশ করেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এরই মধ্যে সিডিপির সুপারিশ অনুমোদন করেছে। পাঁচ বছর প্রস্তুতিকাল শেষে বাংলাদেশের উত্তরণ ২০২৬ সালের ২৩ নভেম্বর কার্যকর হওয়ার কথা।

প্রস্তুতিকালীন এই সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সব সুযোগ সুবিধা অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া বর্তমান নিয়মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের পর আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন কিল্লায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫শে নভেম্বর।। উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত কিল্লা ব্লক জনজাতি অধ্যুষিত ব্লক গুলোর মধ্যে অন্যতম। কিল্লা ব্লকে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা সহ কৃষি উন্নতিকর ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো বৃহস্পতিবার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা সহ কৃষি উন্নতিকর ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ,পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সানীয় ৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা প্রিয়ব্রত বৈদ্য, কিল্লা ব্লকের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক জে দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট্য ব্যক্তি বর্গ। সাড়ে তিন বছরে কিল্লা কৃষি মহকুমাতে কৃষির উন্নতিতে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছে দপ্তর। কৃষক জ্ঞানার্জন কেন্দ্র, কৃষকবন্ধু কেন্দ্র, মজুত ভান্ডার তৈরী করা হয়েছে। কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে এগ্রি মার্কেট সেডেরও কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে কিল্লার কমলা রাজ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছে, কিছু দিনের মধ্যে নাগপুর থেকে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল এনে কিল্লার কমলা বাগানের মাটি পরীক্ষা করে কমলার গুনগত মান কি ভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার কৃষিজীবী সহ সাধারন মানুষের বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিলো নজর কারা।

পুর ভোট প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে ঃ সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫শে নভেম্বর।। নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বিজেপি-র দুবৃত্তরা সংগঠিতভাবে বেশীর ভাগ পুর সংস্থায় নাগরিকদের ভোটাধিকার লুট করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তাই এই নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় পুর নির্বাচনের দাবিতে এবং গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষা করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে সামিলহওয়ার আবেদন করেন সি পি আই এম এল রাজ্য কমিটি ।আজ পুর নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র বিপন্ন। আগরতলা পুর নিগম, ধর্মনগর, খোয়াই, বিলোনীয়া পুর পরিষদ ও মেলাঘর নগর পঞ্চায়েতের সবকয়টি পোলিং বুথ দখল করে নিয়েছে বিজেপি-র দুবৃত্ত বাহিনী। তাছাড়া, সাব্রুম, পানিসাগরে নগর সংস্থায় বেশ কিছু পোলিং বুথ দখল করেছে শাসক দলীয় দুবৃত্ত বাহিনী। বেশীর ভাগ পুর সংস্থায় নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার সংগঠিতভাবে লুট করেছে বিজেপি-র দুবৃত্তবাহিনী। বৃদ্ধ, মহিলা ও সাধারণ ভোটার সবাই বিজেপি-র দুবৃত্ত বাহিনীর হাতে আজ আক্রান্ত হয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন এবং সরকার এই পুর ভোটকে কার্যত দুবৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে অমান্য করেছে সরকারের প্রধান মুখ্যসচিব থেকে ডিজি সবাই। আর এর পূর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার লক্ষ্যে শাসক দলীয় দুবৃত্তদের সন্ত্রাসের দ্বারা সাতটি পুর ও নগর সংস্থায় বিরোধীদের প্রার্থী শূণ্য করা হয়েছে ।তাই, গুন্ডাদের দ্বারা অবাধে বুথ দখল করে প্রহসনাত্মক এই পুর নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় পুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি করছে সিপিআই(এমএল), ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। জনগণের সর্বজনীন ভোটাধিকার রক্ষা করা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি করছে সিপিআই(এমএল)। এই দাবিতে সবাই মিলে সর্বাত্মক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং আগামীদিনে গুন্ডারাজ ও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী কার্যকরী প্রতিরোধ আক্রান্ত বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিক মান্নান হক। গুরতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মনোনয়নপত্র বাতিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন শেষ গাদ্দাফির ছেলে

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় লিবিয়ার সাবেক স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির ছেলে সাইফ আল-ইসলাম গাদ্দাফির প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন আপাতত শেষ। বৃহস্পতিবার আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন সাইফ সাদ্দাফির মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে।

তারা জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা নেই সাইফ গাদ্দাফির। আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই নির্বাচন। দেশটির নির্বাচন কমিশন বলছে, অপরাধমূলক কাজের জন্য সাইফ গাদ্দাফির শাস্তি হয়েছে। তাই তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে পারবেন না।

শুধু সাইফ একা নন, মোট ২৫ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করেছে কমিশন। তার মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের প্রধানও আছেন। তারা অবশ্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে পারবেন।

ডয়েচে ভেলের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালে লিবিয়ায় বিদ্রোহ হয়েছিল। সেসময় গাদ্দাফিপুত্র যুদ্ধাপরাধ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। ২০১৫ সালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। সাইফ গদ্দাফি অবশ্য দাবি করেন, তিনি নির্দোষ। তাকে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টও খুঁজছে। সেখানে তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে।

লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা আগামী ২৪ ডিসেম্বর। কিন্তু যেভাবে এই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে, তাতে শেষ পর্যন্ত ওই নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে রাষ্ট্রসংঘ চায় নির্বাচন হোক।

ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের হত্যা : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.): আগামী ১৯ ডিসেম্বর পুরভোট কলকাতা পুরসভার। পুরভোটের দিন এগিয়ে আসতেই বাড়ছে তৃণমূল বনাম বিজেপি তরজা। এরই মাঝে ফের বিজেপিকে একহাত কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ত্রিপুরা প্রসঙ্গ টেনে """ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের হত্যা """ তোপ ফিরহাদ হাকিমের।

এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন ,'প্রথমে ভারতের বিরোধী দল হব তারপর ভারতের সেবক দল হব। এতদিন ভারতে শাসকদল কাজ করত এখন সেবক দল কাজ করবে। ওঁরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বলেই এমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। বিজেপি হারিয়ে গেলে বাংলার মানুষের পক্ষে ভালো। তৃণমূল মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে আমাদের ভোট প্রচার করতে হয় না। মানুষের সঙ্গে সারা বছরই থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেন। একুশের নির্বাচনের পর বাংলার মানুষ দেখিয়েছে তাঁরা কীভাবে তৃণমূলের পাশে রয়েছে। ত্রিপুরার মানুষকে গণতন্ত্রের অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিপ্লব দেবের সরকার। তৃণমূল এর জবাব দেবে। মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেবে। বিজেপি ভোট লুঠ করতে পারবে। কিন্তু মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তৃণমূল ত্রিপুরার মানুষের মনে ঢুকে গিয়েছে ।আগামী দিনে আমরাই ত্রিপুরায় সরকার গড়ব '।

বিরল অস্ত্রেপচার সফল গোমতী জেলা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫শে নভেম্বর।। বিরল সফল অস্ত্রপ্রচার উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমা আমতলি এলাকার দীপঙ্কর বসাক দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে মুখের লালা গ্রন্থিতে প্যারোটাইড গ্র্যান্ড টিউমারের অসুবিধায় ভুগছিলেন। এই প্লিউ মরটিক এড্রিনোলা টিউমার সাধারণত মুখের ডান ও বাম দিকের কানের ঠিক নীচে হয়ে থাকে । মুখের নার্ভ গুলোকে অক্ষুণ্ন রেখে এই ধরনের রোগের অস্ত্রোপ্রচার ঝুঁকিপূর্ণ বটে , বেশি দিন থাকলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশো শতাংশ ।এই ধরনের এক জটিল অস্ত্রপ্রচার সফল হলো গোমতি জেলা হাসপাতালে। গতকাল সাব্রুম মহকুমা আমতলি এলাকার দীপঙ্কর বসাক উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে ডাক্তার প্রদীপ মল্লিকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। আজ ডাক্তার প্রদীপ মল্লিক ,ডাক্তার সুকান্ত সাহা, এনেস্থেসিয়া ডা: প্রদীপ জমাতিয়া ও ডাক্তার আক্রাম সহকারের সহযোগিতায় প্রায় তিনঘন্টা পনেরো মিনিট ধরে এই সফল অস্ত্রপ্রচার করেন। এই অস্ত্রপ্রচার সফল হওয়ায় দীপঙ্কর বসাকের পরিবার সহ নিকট আত্মীয় ও গোমতি জেলা হাসপাতালের অন্যান্য রোগীরা যারপরনাই খুশি। জাগরণ পত্রিকার পক্ষ থেকে মুখের নার্ভ গুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে সফল অস্ত্রপ্রচার করার জন্য অভিনন্দন জানানো হয় ।আগামী তিন চার দিন দীপঙ্কর বসাক নিজ বাড়িতে যেতে পারবেন বলে সূত্র মারফৎ জানা যায়।

১ কোটি রাজ্যবাসী 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে'র পরিষেবা পেয়েছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) :রাজ্যের এক কোটি মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার টুইটে রাজ্য সরকারের এই সাফল্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

রাজ্য সরকারের চালু করা নানা প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে ও সেই আবেদনের পরবর্তী হালহকিকত দেখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে চালু করেছিল 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' বা বিএসকে। পরবর্তীকালে ওই সব কেন্দ্র থেকে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আবেদনও করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। গত বছরের ১২ অক্টোবর রীতিমত নির্দেশিকা জারি করে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। বিনামূল্যে আমজনতার কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।এক বছরের মধ্যেই ওই প্রকল্প যে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে সেটারই দাবি বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর করা টুইটে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র বাংলার এক কোটি মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে। এই মাইলস্টোন ছুঁতে পারার জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন! ৩,৫৬১ বিএসকে তৈরি করা হয়েছিল সরকারি সাহায্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বিষয়টি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে খুবই আনন্দিত আমি।'রাজ্যের অনেক জায়গাতেই সাইবার ক্যাফে নেই। স্মার্টফোনও নেই বহু মানুষের কাছে। অনেকের বাড়িতে ইন্টারনেট পরিষেবা নেই আজও। তাই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আমজনতাকে হয়রানির মুখে পড়তে হত।

কৌতুহল

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে, আজ তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘ সময় পূর্ব আগরতলা থানার বাইরে ধরনে বসে ছিলেন। অবশেষে তাঁদের পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

রকম সহযোগিতা করছেন না। '

ভোটারদের ভোট দিতে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি ।জনগণ কিভাবে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন সেই প্রশ্ন তোলেন সুবল বাবু।

আগরতলা পুর নিগমের এলাকায় পুণরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দলসিপিআইএম। ভোট সন্ত্রাস ও পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলা পশ্চিম থানার সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সিপিএম।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পর্ব সম্পন্ন করার নাম করে ত্রিপুরায় বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে শাসক দল বিজেপি। ভোট ডাকাতির প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন বিরোধী দলের সমর্থক ভোটারদের রাজ্যের শাসক দল বিজেপি ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দিচ্ছে না। ভোটকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। মোহনপুর বিশালগড় ও জিরানিয়া থেকে বহিরাগতদের এনে ভোট সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। রেশম বাগান স্কুলে গতকাল রাতে দুই শতাধিক বহিরাগতকে এনে রাখা হয়। বিষয়টি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে অবগত করা হলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ভোট চলাকালে রেশম্বাগান স্কুলে ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের তারা তাড়া করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করা পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পবিত্র বাবু বলেন বিজেপির সাহস থাকলে কোন দলের এজেন্ট না রেখে শুধুমাত্র অফিসারদের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক। পবিত্র বাবু বলেন আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি শাসক দল বিজেপির পক্ষে কোনো জনসমর্থন নেই। সিপিএমের তরফ থেকে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ৪, ৮ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুনরায় নির্বাচন দাবী করা হয়েছে। সেই সাথে পুনরায় নির্বাচন দাবী করা হয়েছে, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ২ এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ড ও সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ড।

ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাহিনীর সদস্য তথা গণমুক্তি পরিষদের বর্ষিয়ান নেতা বলেন রাজ্যে বিজেপির শাসনকালে গণতন্ত্র নেই। আগরতলা পুরনিগম, রাজ্যের অন্যান্য পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে গণতন্ত্র প্রত্যাশা করা যায় না। তিনি বলেন নিজেদের অধিকার নিজেদের কেড়ে নিতে হবে। অভিজ্ঞতার নীতিকেই রাজ্যের মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।।

সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সম্পাদক রতন দাস বলেন আগরতলা পুর পরিষদ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে বিজেপি দুর্বৃত্তরা সন্ত্রাস শুরু করেছে। সিপিআইএমের ৫ জন প্রার্থীকে জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে। এইসব বিষয় নির্বাচন কমিশনকে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। কমিশন এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন। শাসক দল বিজেপি বহিরাগতদের এনে রাজ্যে ভোট ডাকাতি করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। জেলা সম্পাদক বলেন প্রার্থীদের নির্বাচন ক্ষেত্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিরোধীদলের পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। সব কিছু জানানোর পরও নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নির্বাচনকে প্রহসনের পরিণত করার জন্যই এ ধরনের চক্রান্ত করা হয়েছে। এ ধরনের প্রহসন অর্থ কি নির্বাচনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।। আগরতলা পুরো নিগমের এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্নির্বাচন দাবি করেছে সিপিআইএম।। তিনি বলেন পুলিশ ঠুঠো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করেছে। দুষ্কৃতিকারীদের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নির্বাচনের নামে নগ্ন উলঙ্গ সন্ত্রাস চালিয়েছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় নির্বাচনের নামে নগ্ন উলঙ্গ সন্ত্রাস চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। পুলিশ নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি দল যৌথভাবে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। রাজ্যের জনগণ এর যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। গোপালবাবু বলেন, এ ধরনের নগ্ন উলঙ্গ সন্ত্রাস জীবনে তিনি কখনো দেখেননি ।সকালে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫০ শতাংশ ভোট বিজেপি কর্মীরা ছাপ্পা মেরেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বিরোধী দল কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের নেতাকর্মী নির্বাচন প্রার্থী এবং ভোটদাতাদের ওপর নগ্ন সন্ত্রাস চালালেও পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশন কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। নির্বাচন দপ্তর ও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ।এবারের নির্বাচনে বিপ্লব এন্ড কোম্পানি পুলিশ ও কমিশন একত্রিত হয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন গোপাল বাবু ।বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা দলীয় প্রার্থী পোলিং এজেন্ট সহ ভোটদাতাদের বুথ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি যে নোংরা উলঙ্গ নির্বাচন করেছে, বুথ দখল করেছে এর খেসারত ২০১৩ সালের নির্বাচনে দিতে হবে ।গোপাল রায়ে আরও অভিযোগ করেন ভিতরেও বিজেপি ,বাইরেও বিজেপি। এটা কোনোভাবেই নির্বাচন হতে পারে না। এ ধরনের নির্বাচনকে উলঙ্গ রেগিং এবং কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায়। এধরনের নগ্ন, উলঙ্গ কলঙ্কজনক নির্বাচন রাজ্যের শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

যাদব জানিয়েছেন, নির্বাচনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া ত্রিপুরায় ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বিরোধীরা ভোট প্রহসনের অভিযোগ এনেছেন। তেমনি শাসক দল বিজেপিও ওই অভিযোগ খণ্ডন করে দাবি করেছে, ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে, বরাবরের মতোই এবারও ত্রিপুরায় রেকর্ড সংখ্যক ভোট হয়েছে। গত পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনেও ২০১৫ সালে ৮০ শতাংশের অধিক ভোট গ্রহণ হয়েছিল। এ বছর এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোটের হার ৮১.৫৪ শতাংশ। তবে, ওই হার আরও বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সঞ্জয় মিশ্র

● আটের পাতার পর

হয়েছে। মামলা নম্বর ৩২৩/২০২১। ওই মামলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র-কে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশ থেকে ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালেই হাজিরা দেওয়ার একটি নোটিশ সঞ্জয় মিশ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। পাশাপাশি, যদি তিনি বৃহস্পতিবার হাজিরা না দেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে। এ-বিষয়ে সঞ্জয় বাবু সাফ জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। তাই,বৃহস্পতিবার নারকেলডাঙ্গা থানায় হাজিরা দেওয়ার বদলে নোটিশের জবাবে চিঠি পাঠালেন তিনি। সশরীরে থানায় হাজিরা দেওয়ার পরিবর্তে ওই চিঠিই যথেষ্ট বলে দাবি তাঁর।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি-কে মামলায় জড়িয়ে নোটিশ পাঠানোর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিহিংসামূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ বলে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা নির্বাচনকে ঘিরে ষড়যন্ত্র করেও পার পেয়ে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু, ত্রিপুরা পুলিশের তৎপরতায় তাঁদের প্রত্যেককেই বেগ পেতে হয়েছে। আই-প্যাক ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার নীলনক্সা তৈরী করেছে। তাতে, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতারা সেই নক্সা মেনে অশান্ত করে তুলেছিলেন ত্রিপুরাকে। তবে, পুলিশী গতিবিধির জন্য এখনো ত্রিপুরা শান্ত রয়েছে। তাই, এখন প্রত্যাঘাতে সঞ্জয় মিশ্র-কে নিশানা হিসেবে বেছে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

শান্তিতেই সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

সব মিলিয়ে পুলিশ টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং মেলাঘর পুর পরিষদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে প্রশাসন। সর্বশেষে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে ভোট পড়েছে ৮৮.৯০ শতাংশ। মেলাঘর পুর পরিষদে ভোট পড়েছে ৮৫ শতাংশ। বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ, জেলা সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য, সহসভাপতি তফাজ্জল হোসেন, সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সহসভাপতি শাহ আলম সহ বিজেপির নেতৃত্ব দলীয় অফিসে বসে ভোটের সার্বিক খবরাখবর রেখেছেন। তৃণমূল নেতা ধ্রুব রঞ্জন চৌধুরী, রাকেশ দাসকেও বুথের বাইরে দেখা গিয়েছে।

বিলোনিয়া পৌর পরিষদের মোট সতেরোটি ওয়ার্ডে নির্বাচন চলছে, এরমধ্যে পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ১৮ টি। সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছিল ঠিক সকাল দশটার সময় সিপিআইএমের ওয়ার্ড প্রার্থীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনে মিলিত হয়। প্রায় এক থেকে দুই ঘন্টা চলে বিক্ষোভ। তাদের দাবি বিলোনিয়া পৌর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিপিআইএম প্রার্থীদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদেরকে বাড়ি ফেরত যেতে বলা হচ্ছে। এই অভিযোগ এনে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দরা ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, সহ অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা। এনিয়ে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাদের একটাই দাবী পুনরায় নির্বাচন প্রক্রিয়া করতে হবে। এরপর ট্রঞ্জ এর কাছ থেকে বিষয়টিকে দেখা হবে বলে আশ্বাস পেয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন মুক্ত করেন। শাসক দলের পাল্টা অভিযোগ আজ দুপুরে বিলোনিয়া বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক এবং বিজেপির মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বলেন এটি পুরো পরিকল্পিত ভাবে সাজানো নাটক সিপিআইএমের। বিজেপি কার্যকর্তাদের ধরনের কোন ঘটনার সাথে যুক্ত নয়। বিলোনিয়া পৌর পরিষদের সবকটি ওয়ার্ডে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন চলছে। ভোটাররা আনন্দের সহিত এসে যার যার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে যাচ্ছেন। এতে বিজেপির কার্যকর্তা আরো তাদেরকে সহযোগিতা করছেন। সিপিআইএম প্রার্থীরা হেরে যাবে বলেই এই ধরনের নাটক শুরু করেছে আজকের এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দিনে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। পরবর্তী সময়ে রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন সব কয়টি প্রশাসনিক আধিকারিকরা রয়েছেন এখন পর্যন্ত তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর আসেনি।

খোয়াই পুর পরিষদে ব্যাপকহারে ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের অভিযোগ করেছে সিপিআইএম। খোয়াই পুর পরিষদে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়েছে দল। শাসকদল দল বহিরাগতদের এনে নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের উৎসব করল খোয়াই পরিষদ নির্বাচনে।খোয়াইতে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। এটা নির্বাচনের নামে এক প্রকার গনতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করেছে শাসক দল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন খোয়াইয়ের বাম বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, সকাল থেকে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রের সামনে যারা ভোট দিতে আসছিলেন তাদের মধ্য থেকে বামপন্থী ভোটারদের চিহ্নিত করে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। ভোটারদের এমনই অভিযোগ। রাজ্যের শাসক দল এবং প্রশাসনের এক নগ্নরূপ পরিলক্ষিত হয় খোয়াইতে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেনি প্রশাসন। গতকাল থেকে বহিরাগতদের দখলে চলে যায় খোয়াইর পুরো এলাকা। বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকা থেকে শত শত মানুষকে এনে খোয়াই পুরভোটে ছাপ্পা ভোটের উৎসব করছে শাসক দল। এমনই অভিযোগ করলেন বিধায়ক। পাশাপাশি আটটি আসনের সিপিআইএমের প্রার্থীরাও ভোট দিতে পারেনি। সিপিআইএম এই নির্বাচনকে বাতিল করে অবিলম্বে সুষ্ঠু পরিবেশে পুনর্নির্বাচন করার দাবি তুলেছে।এদিন প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের মহকুমা সম্পাদক পদ্মকুমার দেববর্মা, যুব নেতা পলাশ ভৌমিক প্রমুখ।

কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই সকাল ৭টা থেকে ভোট শুরু হলো গোটা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে মোট ১৫ টি আসনে হবে ভোটদান প্রক্রিয়া। সকাল সকাল তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১,২,৫ নং ওয়ার্ড গুলিতে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে উৎসবের মেজাজে জনগণ ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করা গেল। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে ভোটদান পর্ব শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পৌর পরিষদের প্রার্থীরা। তবে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে নির্বাচন সাঙ্গ হয় তার জন্য ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস, ত্রিপুরা পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে মোট ২২ টি পোলিং স্টেশন গুলিতে। তবে স্পর্শকাতর" পোলিং স্টেশন যথাক্রমে ১৩,১৪,১৫ এই সকল ওয়ার্ড গুলিতে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়ন করা রয়েছে। যদিও কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ নির্বাচনে। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের নির্বাচনে গণদেবতা ঘটিয়েছেন প্রায় ৮৫.৬৭ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকায়।

গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদের পঁচিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে চব্বিশটি ওয়ার্ডের ভোট শান্তি পূর্ন ভাবে শেষ হয়েছে। তিন নং ওয়ার্ডে শাসক বিজেপি দল বিনা প্রতিধন্ধিতায় জয় লাভ করাতে এই ওয়ার্ডে নির্বাচন করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকেই ভোট সেন্টার গুলিতে ভোটাররা লাইন ধরে ভোট দেন। ধর্মনগর পুর পরিষদের পাঁচটি ভোট কেন্দ্রে সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহন চলে। সকালের দিকে ভোট কেন্দ্র গুলিতে ভোটারদের লাইন থাকলেও দুপুরে ভোট কেন্দ্র গুলি ছিল ফাঁকা ।কিন্ত পরন্ত বিকালে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে এক সাথে আসর ফলে ভোট কেন্দ্র গুলিতে ভোট গ্রহনে দেরি হয় ।এদিন বয়স্ক পুরুষ মহিলারা পরিবারের লোকজনের সাথে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে দেখা যায়। ভোট গ্রহনকে কেন্দ্র করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কংগ্রেস নেতা মহাম্মদ বদরুজ জমান অভিযোগ করে বলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের পাঁচ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী অভিজিৎ করকে শাসক বিজেপি দলের কর্মীরা ভোট দিতে দেয়নি বলে অভিযোগ। তবে কংগ্রেস প্রার্থীর সাথে যোগাযোগ করা যায়নি ।ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকাতে শতকরা ৭৭.৮২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এদিকে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকাতে ও শান্তিপূর্ন ভাবে ভোট গ্রহন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। পানিসাগরে ৮১.৫৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

উৎসবের মেজাজে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কৈলাসহর পুর পরিষদের কুড়িটি বুথে। সতেরটি আসনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। মোটা ভোটারের ৭৯ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। যথা সময়ে ভোট শুরু এবং সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। সংবাদ লেখা পর্যন্ত জানা গিয়েছে নির্বিঘ্নেই স্ট্রং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইভিএম। মোট ৫৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য এখন ইভিএমে বন্দী হয়ে আছে। এদিকে, ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দুইটি জায়গায় ইভিএমে গোলযোগ দেখা দেয়। পরবর্তি সময়ে ইভিএম পরিবর্তন করে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

স্কুলছাত্রের

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তী সময়ে রাগে অভিমানে রাকেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে সূত্রের খবর।

কিন্তু এক প্রকার সে দৃশ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঝুলন্ত অবস্থায় রাকেশ ত্রিপুরার মৃতদেহ খাটের সাথে পা লেগে রয়েছে। কিন্তু আসলে এটা কি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু তা অবশ্যই তদন্তের পরেই বেরিয়ে আসবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিলোনিয়া হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর রাকেশ ত্রিপুরার মৃতদেহ তুলে দেয়া হয় পরিবারের হাতে।

বাঙ্গারের তত্ত্বাবধানে টেস্টের প্রস্তুতি বিরাটের

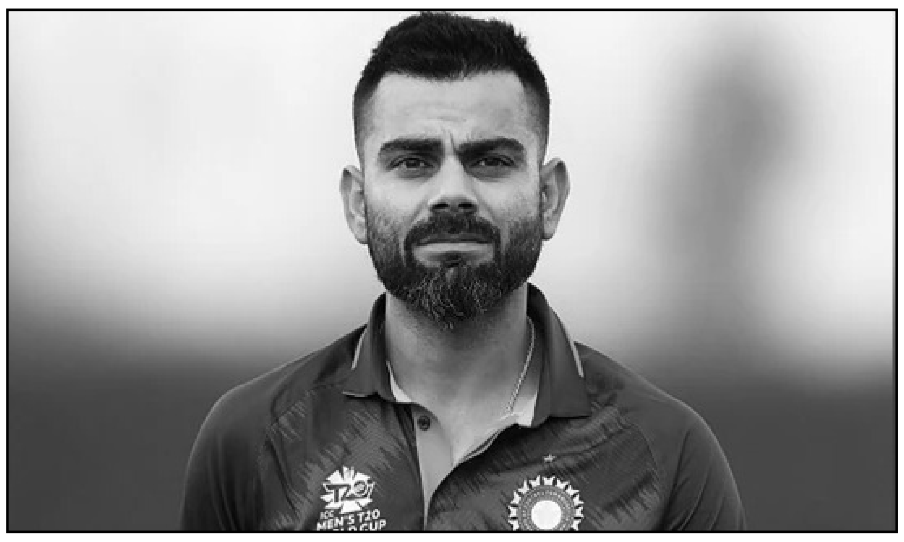

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : প্রথম টেস্টে নেই বিরাট কোহলি, দ্বিতীয় টেস্ট থেকেই ফের ভারতীয় দলের জার্সিতে ফিরবেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। টি-২০ বিশ্বকাপের পর তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ছুটিতে রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রস্তুতিতে খামতি নেই বিরাটের। দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন বিরাট কোহলি। সঞ্জয় বাঙ্গারের তত্ত্বাবধানেই মুম্বইয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। টেস্টের মঞ্চেই ফের রানে ফিরতে মরিয়া বিরাট কোহলি।

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান ম্যাচ বাদ দিলে বিরাটের ব্যাটেও রান নেই। শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টেও বিরাটের ব্যাটে রানের ঝলক তেমন দেখা যায়নি। এবার সামনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় টেস্ট থেকেই ফের দলের ফিরছেন তিনি। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। বিশ্রামে থাকলেও আর সময় নষ্ট করতে চাননা বিরাট কোহলি। তাই তো প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটিং কোচ এবং বর্তমানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বিরাট। সদ্য আইসিসির প্রকাশিত তালিকায় ১১ নম্বরে নেমে গিয়েছেন বিরাট। দীর্ঘদিন ব্যাটে বড় রান পাচ্ছেন না কোহলি। নতুন চ্যালেঞ্জ সামলে সাফল্যের মুখ দেখতে মরিয়া বিরাট।

কানপুরে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত রাহানের, পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে ভারত

কানপুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ সিরিজ জয়ের পর এবার লক্ষ্য টেস্ট সিরিজ। বৃহস্পতিবার কানপুরে সেই লক্ষ্যেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নামল ভারত। কিউইদের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত রাহানের। এই ম্যাচেই টেস্টে অভিষেক হল শ্রেয়স আইয়ারের। ৫৩ ওভার শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্কোর ১৫০-৪। উইকেটে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার এবং রবীন্দ্র জাদেজা।

২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে একদিনের বিশ্বকাপের পর এ বছর আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিরাট কোহলিদের টেক্কা দিয়েছেন কেন উইলিয়ামসনরা। টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। টি-২০ সিরিজ ৩-০ জিতেছে রোহিত শর্মার দল। আজ থেকে শুরু হয়েছে টেস্ট সিরিজ। এদিন থেকে ভারত-নিউজিল্যান্ডের ৬১-তম টেস্ট ম্যাচ শুরু হল। এর আগে দু'দল ৬০টি টেস্ট ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ২১টি ম্যাচ জিতেছে ভারত। কিউয়িদের জয় ১৩টি ম্যাচে। ২৬টি টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়েছে। দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এর আগে ৩৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ভারত। তার মধ্যে ১৬টি ম্যাচেই জয় এসেছে। ভারতের হার মাত্র দু'টি ম্যাচে।

টেস্টে সাম্প্রতিক রেকর্ডের নিরিখেও ভারতের চেয়ে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। গত পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে জয় পেয়েছে ভারত। হার দু'টি ম্যাচে এবং একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ড গত পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই জয় পেয়েছে। অন্য ম্যাচটি ড্র হয়েছে।

কানপুরে প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ৪ উইকেটে ২৫৮

কানপুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : কানপুরে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন ভাল খেললেন ভারতীয় ব্যাটাররা। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের সামনে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরে কিছুটা সমস্যায় পড়েন রহাণেরা। কিন্তু চা বিরতির পরে খেলা নিজেদের দখলে আনেন শ্রেয়স আয়ার-রবীন্দ্র জাডেজা জুটি। প্রথম দিনে অর্ধশতরান করলেন ভারতের তিন ব্যাটার। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করে ভারত। দুই ওপেনার শুভমন গিল ও ময়াঙ্ক আগরওয়াল সাবলীল শুরু করেন। যদিও মাছে মাঝে মাঝে কিউয়ি জোরে বোলার কাইল জেমিসনের বলে সমস্যায় পড়ছিলেন তাঁরা। জেমিসনই ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন। ১৩ রান করে আউট হন ময়াঙ্ক।

সহ-অধিনায়ক চেতেশ্বর পুজারার সঙ্গে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন শুভমন। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরেই জেমিসনের বলে ৫৬ রানের মাথায় বোল্ড হন তিনি। পুজারার সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক রহাণে। দু'জনেই শুরু পেলেও বড় রান করতে ব্যর্থ হন। পুজারা ২৬ ও রহাণে ৩৫ রান করেন।

চাপের মধ্যে থেকে দলকে টেনে তোলেন চলতি টেস্টে অভিষেককারী শ্রেয়স ও অলরাউন্ডার জাডেজা। নিজেদের মধ্যে শতরানের জুটি বাঁধেন তাঁরা। অভিষেকেই অর্ধশতরান করেন শ্রেয়স। অর্ধশতরান আসে জাডেজার ব্যাট থেকেও। তৃতীয় সেশনে বেশ দ্রুত গতিতে রান করলেন তাঁরা।

খারাপ আলোর কারণে ৮৪ ওভারে ৪ উইকেটে ২৫৮ রানে শেষ হয় প্রথম দিনের খেলা। শ্রেয়স ৭৫ ও জাডেজা ৫০ রান করে খেলছেন। প্রথম ইনিংসে বড় রান করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে ভারত।

যুব বিশ্ব কাপে প্রথম ম্যাচে হার আজ ভারতের সামনে কানাডা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : শুরু হয়ে গেল পুরুষদের যুব হকি বিশ্বকাপ। আয়োজক দেশ হয়ে পুল বি'র প্রথম ম্যাচেই হারতে হল ভারতকে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত ভুবনেশ্বর কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ৪-৫ গোলে হেরে গেলো ফ্রান্সের কাছে। আজ বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে কানাডা।

ম্যাচে শুরু থেকেই দাপট দেখাল ফ্রান্স। সব বিভাগে ভারতকে টেক্কা দিল তারা। ২০১৩ সালে সকলকে চমকে ফ্রান্স দিল্লিতে যুব হকি বিশ্বকাপে রানার আপ হয়েছিল। বুধবার ম্যাচের শুরুতেই ফ্রান্স ফিল্ড গোল করে এগিয়ে যায়। দলের নেতা তিমোতি ক্লেমেন্ত গোল করেন। ৭ মিনিটের মধ্যেই আবার গোল হজম করতে হয় ভারতকে। ফ্রান্সের ত্রয়ী ক্লেমেন্ত-ভেরিয়ের-মার্কে আক্রমন শানান। তাতেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স।

প্রথম অর্ধের ঠিক আগেই, ভারত ব্যবধান কমায় পেনাল্টি কর্নার থেকে। গোল করেন উত্তম সিং (১-২)। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ১৫ মিনিট ছিল ফ্রান্সের দখলে। ভারতীয় রক্ষণকে টলিয়ে আরও দুটি গোল করে ফ্রান্স (৪-১)।

চাপ বাড়িয়ে ফ্রেঞ্চমেনরা পর পর তিনটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয়। আর তা থেকে গোল করে ফ্রান্স নেতা তিমোতি ক্লেমেন্ত হ্যাটট্রিক করে নেন।

আবার করেন্টিন সেলিয়ার ফিল্ড গোল করে দলের ব্যবধান বাড়ান (৫-১)। শেষ ১৫ মিনিট ভারতে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায়। পরপর ২ টি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন সঞ্জয়। (৪-৫)। কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে আর ফিরতে পারেনি ভারত।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যান সিটির কাছে ২-১ গোলে হারলেন মেসিরা

প্যারিস, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : মেসি, নেমার ও এমবাপ্পে, সেরা তিন তারকা নিয়ে মাঠে নামলেও ক্ষুরধার পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে জয় অধরাই রয়ে গেল প্যারিস সাঁজার। এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ২-১ গোলে ম্যান সিটির কাছে হেরে গেল পিএসজি। গ্রুপের শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ম্যান সিটি নাকি পিএসজি দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত পিএসজিতেই গিয়েছিলেন মেসি। এরপর প্রথমবার গুরু পেপের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন আর্জেন্তাইন তারক। লক্ষটা ছিল পেপের ম্যান সিটিকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ ষোলায় পৌঁছনোর। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হল না মেসির।

ম্যান সিটির বিরুদ্ধে এদিন শুরু থেকেই নেমার, এমবাপ্পে এবং মেসিকে নামিয়ে চাপ তৈরি করার ছক কষেছিলেন মরিও পোচেত্তিনো। কিন্তু খেলা শুরুর পর গোটা চিত্রটাই বদলে যায়। শুরু থেকেই ঘরের মাঠে ভয়ঙ্কর চাপ ছিল ম্যান সিটির। প্রথম ৪৫ মিনিট পিএসজির আক্রমণ ছিল হাতে গোনা। বরং সুযোগ হাতছাড়া না করলে ম্যান সিটি এগিয়ে য়াওয়ার বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছিল। বিরতির পর ৫ মিনিটের মধ্যে এমবাপ্পের গোল। ৬৩ মিনিটে স্টার্লিংয়ের গোলে সমতায় ফেরে ম্যান সিটি। আর পরিবর্ত হিসাবে নামা জেসুসের গোলে ৭৬ মিনিটে জয় নিশ্চিত করে ফেলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মেসি, নেমাররা মাঠে থাকলেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি।

বাংলাদেশের আদালতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশের আদালতে মামলা দায়ের হল পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে। চলতি বাংলাদেশ সফরে অনুশীলনের সময় স্টেডিয়ামে পতাকা উড়ানোয় পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বাবর আজমসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলার আবেদন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবুবকর ছিদ্দিকের আদালতে এই আবেদন করে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ। বিচারক মামলা দায়েরকারীর জবানবন্দি গ্রহণ করে এ বিষয়ে বিকেলে আদেশের জন্য রেখেছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মাহবুবুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, বাংলাদেশের মিরপুরের একাডেমি মাঠে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে অনুশীলন করায় তাদের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়। এ বিষয়ে বিকেলে আদেশ দেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম টেস্টের জন্য ১২ জনের পাকিস্তান দল ঘোষণা

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার শুক্রবার শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট। আগামীকাল বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম আয়োজিত হতে চলা প্রথম টেস্টের জন্য ১২ জনের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে পাকিস্তান দলে নতুন মুখ হিসেবে আছেন আবদুল্লাহ শফিক। ফাহিম আশরাফ, সাজিদ খান ও ইমাম-উল-হককেও স্কোয়াডে রেখেছেন দলটি। ১২ সদস্যের পাকিস্তান স্কোয়াড: বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, আবদুল্লাহ শফিক, আবিদ আলী, আজহার আলী, ফাহিম আশরাফ, ফাওয়াদ আলম, হাসান আলী, ইমাম-উল-হক, নোমান আলী, সাজিদ খান ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।

শুভমনের অর্ধশতরানের উপর ভর করে ভাল জায়গায় ভারত

কানপুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার শুরু হল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড দুই টেস্টের সিরিজ। গ্রীন পার্কে প্রথম সেশনে শুরুতেই ময়াঙ্ক আগরওয়ালের উইকেট হারালেও শুভমন গিলের অর্ধশতরানে ম্যাচে ফিরল ভারত। কানপুরের গ্রিন পার্কে টস জেতেন ভারত অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে সপ্তম ওভারেই নিজের উয়িকেট হারান ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়াল। নিউজিল্যান্ডের কাইল জেমিসনের বলে খোঁচা দিয়ে কিপারের হাতে জমা দিলেন নিজের উয়িকেট।

এরপরে মাঠে নামেন চেতেশ্বর পূজারা। অপর ওপেনার শুভমন গিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভারতের রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন তারা। ড্রিঙ্কসের পরেই রানের গতি বাড়ান শুভমন। ভারতের মাটিতে নিজের দ্বিতীয় অর্ধশতরান করে ভারতকে আবার চালকের আসনে নিয়ে এলেন শুভমন। শুভমনের সঙ্গেই ক্রিজে রয়েছেন অভিজ্ঞ চেতেশ্বর পূজারা। পূজারা করেছেন ৬১ বলে ১৫ রান। অন্যদিকে কানপুরে এদিন ভারতের হয়ে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নামলেন শ্রেয়স আইয়ার। কিংবদন্তি ভারতীয় খেলোয়াড় এবং ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্করের থেকে নিজের টেস্ট ক্যাপ পেলেন তিনি।

রাজ্য নাগরিক পুরস্কার-২০২২

পূর্ণরাজ্য দিবস - ২০২২ উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন পুরস্কার

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী	পুরস্কার মূল্য
১	ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান	সাহিত্য, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিকতা, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা অথবা যেকোন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য	পাঁচ লক্ষ টাকা (একজন)
২	ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান	সাহিত্য, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিকতা, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা অথবা যেকোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে অনন্য অবদানের জন্য	দুই লক্ষ টাকা (একজন)
৩	শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান	সঙ্গীত, কলা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য	এক লক্ষ টাকা (একজন)
৪	মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান	মহিলাদের সংবেদনশীল / ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য	এক লক্ষ টাকা (একজন)
৫	বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য পুরস্কার	বিজ্ঞানভিত্তিক সমতা, পারিপার্শ্বিক ক্রীড়া কলাপ বা নব প্রবর্তিত কাজের ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত,উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ অবদানের জন্যা	এক লক্ষ টাকা (একজন)

রাজ্যের আগ্রহী সাহিত্যিক, কলা, ক্রীড়া, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা, সাংবাদিক, সরকারী প্রশাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সঙ্গীত, কলা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পুরন করে বায়োডাটা, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও ২০০ শব্দের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নিজের পরিচয় লিখে কমিটি / দপ্তর কর্তৃক বিবেচনার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের গান্ধীঘাটস্থিত প্রধান কার্যালয়ে আগামী ০৮-১২-২০২১ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দেন।

বিস্তারিত তথ্য আগরতলা গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সংস্কৃতি শাখায় অথবা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D/13/17/2021

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের প্রতিবাদে সিপিএমের তরফে পশ্চিম থানা ঘেরাও করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

পুর ও নগর ভোট ঃ পৃথক স্থানে গন্ডগোল আটক দুই, পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোটাররা আজ শান্তিপুর্ন পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আগরতলা ও মেলাঘরে দুইটি ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের এআইজিপি আইন-শৃঙ্খলা সুব্রত চক্রবর্তী এই তথ্য দিয়েছেন। সাথে তিনি জানিয়েছেন, আগরতলা এবং সোনামুড়ায় ইভিএম ভাংচুরের চেষ্টা হয়েছিল। ফলে কিছু সময়ের জন্য ভোট গ্রহণ পর্ব বন্ধ ছিল। এছাড়া, ভোটার, প্রার্থী এবং পোলিং এজেন্টদের বাধা দান ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ পুলিশের সময়মতো হস্তক্ষেপে সমাধান হয়েছে।

সুব্রত বাবু জানান, আগরতলা, খোয়াই এবং ধর্মনগরে সন্ধ্যার পরও ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলেছে। বাকি জায়গায় যথা সময়ে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ভোট কর্মীরা ইভিএম জমা দেওয়ার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁর কথায়, আগরতলা ও মেলাঘরে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া তেমন কোন বড় ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে ভোটাররা শান্তিপুর্ন পরিবেশেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

তিনি বলেন, আগরতলায় সকাল ৮টা নাগাদ এনসিসি থানাধীন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিদ্যালয়ে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে বিজেপি কর্মীরা মারধর করেছেন। ওই ঘটনায় থানায় মামলা রুজু হয়েছে এবং দুইজনকে পুলিশ আটক করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ সকালে ১১টা নাগাদ মেলাঘরে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী প্রহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। ওই ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধি ৩২৫ এবং ৩৪ ধারায় ৫ জন সহ অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এনসিসি থানাধীন পুর নিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৯ নম্বর বুথে এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এনসিআই স্কুলে কিছু দুস্কৃতিকারী ইভিএম ভাংচুরের চেষ্টা করেছিলেন। তাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া কিছু সময়ের জন্য স্থগিত ছিল। তাঁর দাবি, স্থানীয় প্রশাসনের সময়মতো হস্তক্ষেপে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পুণরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে।

পুর নির্বাচন ঃ অতিরিক্ত দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় বাধা-বিপত্তিহীন পুর নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সাথে সংবাদ মাধ্যমকে বাধাহীন প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

আদালতের নির্দেশ অনুসারে, সিসিটিভি-র অবর্তমানে সংবাদ মাধ্যমকে বাধাহীন প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ-বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে আদালত। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনে অতিরিক্ত নিরাপত্তার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন আজ বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর, সূর্য কান্ত এবং বিক্রম নাথের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়েছে। একই অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে বুধবার গভীর রাতে অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছে সিপিএমও। সিপিএমের অভিযোগ, শাসক দল বিজেপির আশ্রিত গুন্ডারা বিরোধীদের মারধর করছে।

আজ তৃণমূলের আবেদনের শুনানিতে সিনিয়র অ্যাডভোকেট গোপাল শঙ্করনারায়ণ সওয়াল করেন, আমরা কিছু ভিডিও পেয়েছি, তাতে স্পষ্ট দেখাচ্ছে প্রবীণ ভোটারের ভোট অন্য ব্যক্তি দিচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি বলেন, নির্বাচনে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত দুই কোম্পানি বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সকাল ৭টা থেকে নির্বাচন শান্তিপুর্নভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র বাধা সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল।

উভয় পক্ষের সওয়াল শুনে আদালত বলেছে, নির্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে ময়না তদন্তের বদলে ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দুই কোম্পানি বিএসএফ মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সলিসিটর জেনারেল আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ওই নির্দেশ পালন করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

করোনার দ্বিতীয় ডোজ নিলেই লাকি ড্রতে অংশ নেওয়ার সুযোগ

পাটনা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : টিকাকরণে উৎসাহ দিতে নয়া উদ্যোগ বিহারে। করোনার দ্বিতীয় ডোজ নিলেই লাকি ড্রতে অংশ নেওয়ার সুযোগ। আর তাতে মিলে যেতে পারে টিভি অথবা ফ্রিজ। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকছে এই লাকি ড্র। যারা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন তাঁদের জন্য চালু থাকবে এই লাকি ড্র।

মূলত বিহারের ৭৩.৪৪ মিলিয়ন যোগ্য প্রাপ্তবয়স্ককে টিকাকরণের আওতায় আনার জন্য এই বিশেষ উদোগ।

বিহার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে জানিয়েছেন, ২৭ নভেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই লাকি ড্র চালু থাকবে। প্রতিটি ব্লকের জন্য একটি বাম্পার প্রাইজও থাকবে। প্রতি সপ্তাহে ১০জন করে স্বান্তনা পুরষ্কার পাবেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২৬৭০জনের জন্য থাকবে বাম্পার প্রাইজ। ২৬ হাজার ৭০০ পাবেন স্বান্তনা পুরষ্কার। মাসিক গ্রান্ড প্রাইজ পাবেন ১১৪জন।

জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দিলেন পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গল কামনায় পূজা দিলেন মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। পূজা দেওয়ার পর তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আসার পর থেকে জন্মদিনে মাতার চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মায়ের কাছে মঙ্গল কামনা করেছি। ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল চেয়েছি। এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর অধুনা পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম হয়েছিল বিপ্লব কুমার দেবের। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আজ তিনি সকালে সপরিবারে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার পরিশ্রমী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করছে। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের প্রার্থনা করছি।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডার আহবায়ক ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, রাজ্যের জনগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম অবদান সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথও বিপ্লব কুমার দেবকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তাঁর মঙ্গল কামনা করেছেন।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল, কিরেন রিজিজু, ড় মনসুখ মন্দাভিয়া, হরদীপ সিং পুরি, ড় জিতেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যরা বিপ্লব কুমার দেবকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সলমন খুরশিদের বই নিষিদ্ধ নয়, জানাল হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): দিল্লি হাই কোর্টে খারিজ সলমন খুরশিদের বিতর্কিত বইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন। বিচারপতিদের বক্তব্য, যদি এই বই কারও ভাবাবেগে আঘাত করেই থাকে, তবে তিনি অন্য ভাল বই পড়ুন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে সলমন খুরশিদের লেখা নতুন বই 'Sunrise Over Ayodhya- Nationhood in Our Time'ওই বইয়ের একটি পঙক্তিতে বলা হয়েছে, "সনাতন ধর্ম বা সনাতন হিন্দু ধর্মও উগ্র হিন্দুত্ববাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের মামলা মিথ্যা দাবি নোটিশের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। কলকাতা পুলিশের মামলার প্রেক্ষিতে হাজিরা দেওয়ার পরিবর্তে নোটিশের জবাব দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র। সঞ্জয় মিশ্র-এর দাবি, মিথ্যা মামলা করেছে কলকাতা পুলিশ। তাই, বৃহস্পতিবার কলকাতার নারকেলডাঙ্গা থানায় হাজিরা দেওয়ার বদলে নোটিশের জবাবে চিঠি পাঠালেন তিনি। সশরীরে থানায় হাজিরা দেওয়ার পরিবর্তে ওই চিঠিই যথেষ্ট বলে দাবি করছেন তিনি। তবে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি-র বিরুদ্ধে মামলা প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব ষড়যন্ত্র মূলক কার্যকলাপের জন্য পুলিশের মামলায় জড়িয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ নভেম্বর ইমেইল মারফত নারকেলডাঙ্গা পুলিশ ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, ত্রিপুরা পুলিশ এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ওএসডি সঞ্জয় মিশ্রর উদ্দেশ্যে সিআরপিসি ধারা ৪১ অনুসারে নোটিশ পাঠিয়েছিল। থানার সাব-ইন্সপেক্টর সৌমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নোটিশটি প্রেরণ করেছেন। নোটিশ অনুসারে, নারকেলডাঙ্গা থানায় গত তিন নভেম্বর ভারতীয় দন্ডবিধি ১৫৩বি, ২৬৮, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭১, ৫০০, ৫০৫(১)(বি) এবং দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের ৫৪ ধারায় মামলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সংবিধান দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বছর হিসেবে এবছর আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে দেশের সংবিধান গ্রহণের দিনটির মরণে জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আগামীকাল ২৬ নভেম্বর সকাল ১১টায় সংবিধান দিবস পালন করা হবে। সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দেশের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সংসদের কেন্দ্রীয় হল থেকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সকল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করাবেন। এই প্রস্তাবনা পাঠের অনুষ্ঠান দিল্লি থেকে সংসদ টিভি, দূরদর্শন ও অন্যান্য টিভি চ্যানেল এবং অনলাইন পোর্টালে সরাসরি সম্পচারিত হবে। সংসদের কেন্দ্রীয় হলের এই অনুষ্ঠানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ ও সাংসদগণ উপস্থিত থাকবেন। অনলাইনে ২২টি সরকারি ভাষা ও ইংরেজিতে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করা হবে। এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা একটি শংসাপত্র পাবেন।

আগামীকাল সংবিধান দিবস রাজ্যেও একই সঙ্গে মহাকরণ এবং বিভিন্ন জেলাশাসকের কার্যালয়গুলি থেকে প্রস্তাবনার গণপঠন একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল ১১টায় মহাকরণ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সংবিধানের প্রস্তাবনার গণপঠনে অংশগ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সরকারি ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার অফিসেও এই প্রস্তাবনা পাঠ হবে একই সময়ে। সকল নাগরিকদেরকেও এই প্রস্তাবনা পাঠে অংশগ্রহণ করতে সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

হ্যাকিং মুক্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে ইসরো

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : 'হ্যাক'করা যাবে না দেশে এমন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। আর সেটা হবে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো বিভিন্ন উপগ্রহের মাধ্যমে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র চেয়ারম্যান কে শিবন এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "আগামী দিনে যে কয়েকটি প্রযুক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে তার অন্যতম হ্যাক-প্রুফ কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন। যার মাধ্যমে দেশের যাবতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে হ্যাকিংয়ের বিপদ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।"ডিটিডিআই-টেকনোলজি কনক্লেভ ২০২১'-এ শিবন এও জানিয়েছেন, একই সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রযুক্তি নিয়ে এখন গবেষণা ও তাদের উন্নয়নে ব্যস্ত রয়েছেন ইসরো-র বিজ্ঞানীরা। দেশীয় পদ্ধতিতে বানানো এই প্রযুক্তিগুলি ইসরো-কে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমস-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শক্তি জোগাবে।

সেই প্রযুক্তিগুলি কী কী তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন ইসরো-র চেয়ারম্যান। শিবন বলেছেন, "সেই প্রযুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম- মহাকাশে যে উত্তরোত্তর বর্জ্য বা আবর্জনার ('স্পেস ডেব্রি' বা 'স্পেস জাঙ্ক') পরিমাণ বেড়ে চলেছে তা কমানোর ব্যবস্থা। এমন প্রযুক্তি যাতে কোনও রকেট বা মহাকাশযানই সেই আবর্জনাগুলি খেয়ে ফেলতে পারে। এ ছাড়াও গোয়েন্দা নজরদারিকে আরও নিখুঁত করে তুলতে বানানো হবে কোয়ান্টাম রাডার। সেই রাডার বসানো হবে মহাকাশেই। তা ছাড়াও ইসরো বানাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিচালিত মহাকাশযান, ল্যান্ডার ও রোভার।"

শিশু-কিশোরকে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার অনুমতি দিল 'হু'

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স) : শিশু-কিশোরদের করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া জরুরি। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)। করোনা সংক্রমণের ধরন ও স্থানীয় সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের করোনা ভ্যাকসিন দিতে সায় দিয়েছে হু। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব টিকাদান নীতি ও টিকাপ্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের ভ্যাকসিন দিতে পারে।'

বৃহস্পতিবার হু-র ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ফাইজার করোনভাইরাস টিকা প্রদানের অনুমোদন দিয়েছে।

হদিশ করোনার নয়া প্রজাতির

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): করোনার নয়া প্রজাতির হদিশ। দক্ষিণ আফ্রিকা, বতোয়ানা এবং হংকঙে করোনার নয়া প্রজাতির হদিশ নিয়ে সব রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারের চিঠিতে জানানো হয়েছে, যে যাত্রীরা ওই তিন দেশ থেকে আসবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। জোর দিতে হবে নজরদারি এবং পরীক্ষায়। তাঁদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সতর্কতা বজায় রাখতে হবে।

জানিয়েছে, সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার একটি নয়া প্রজাতির হদিশ মিলেছে। যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে জানানো হয়েছে, বি.১.১.৫২৯ প্রজাতিতে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২২ জন। যে প্রজাতির করোনার বিষয়ে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের ভাইরোলজিস্ট টম পিকক দাবি করেছেন, ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যথেষ্ট সেই প্রজাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের লেখা চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়া বি.১.১.৫২৯ প্রজাতির করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ছ"জন। বতোয়ানা এবং হংকঙে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে তিন এবং এক। সেই পরিস্থিতিতে ওই তিন দেশ থেকে যে যাত্রীরা আসবেন, তাঁদের উপর জোরদার নজরদারি চালাতে হবে। করতে হবে পরীক্ষা। তাঁদের সংস্পর্শে এসে যে ব্যক্তিরা আসবেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁদের উপরও নজরদারি চালাতে হবে। সেইসঙ্গে গত ১১ নভেম্বর কেন্দ্রের তরফে যে দেশগুলি থেকে আগত যাত্রীদের ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রাখা হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও একইরকমভাবে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব।

Azadi Ka Amrit Mahotsav
ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা সরকার
সংবিধান দিবস পালন

সংবিধান দিবস উদযাপন উপলক্ষে
সংসদের কেন্দ্রীয় হল থেকে
২৬ নভেম্বর বেলা ১১টায়
ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ
জনগণের অংশগ্রহণে
ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করাবেন।

রাজ্যের মহাকরণ এবং জেলাশাসকের কার্যালয়গুলি থেকেও
প্রস্তাবনার গণপঠন একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রস্তাবনার গণপঠনের সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে
আপনিও অংশগ্রহণ করুন।

ICA TRIPURA
ICA/D-1320/2021-22
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।